সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—১০

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সাহিত্য-নিকেতন

পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, বেলগাছিয়া

কলিকাতা

বাংলার কবি ও কাব্য—১

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৮৩৮-১৮৭৮



সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৯০

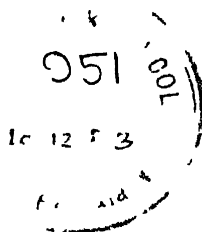
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

[জন্ম—৭ মার্চ ১৮৩৮ মৃত্যু—১৫ এপ্রিল ১৮৭৮]

সম্পাদক :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



সাহিত্য-নিকেতন

পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, বেলগাছিয়া

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
সাহিত্য-নিকেতন

২৫ চৈত্র ১৩৪৯
মূল্য ৸০ আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪'১—৩।৪।১৯৪৩

ভূমিকা

প্রথমেই স্বীকার করা আবশ্যক যে, প্রকাশক শ্রীমান্ সনৎকুমার গুপ্তের আগ্রহাতিশয্যে বাংলা দেশের কয়েক জন ক্ষমতাশালী অথচ অধুনাবিস্মৃত কবির কাব্যপ্রচারে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। কবির কাব্য-পরিচয়ই মুখ্য, অন্য পরিচয় গৌণ। আমরা কাব্য-পরিচয়ের দিকেই প্রধানতঃ ঝোঁক দিয়াছি। এই কারণে এই গ্রন্থমালার নামকরণ করিয়াছি, "বাংলার কবি ও কাব্য" গ্রন্থমালা।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নির্ব্বাচিত কাব্যসংগ্রহ সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করা গেল। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্ত্তী বাঙালী কবি-সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; এক ভাগে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি, অন্য ভাগে—বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিহারিলাল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া বর্ত্তমান যুগেও খ্যাত হইয়া আছেন। 'মহিলা' কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে যাইতে বসিয়াছেন। অথচ সুরেন্দ্রনাথকে আমরা এক জন শক্তিশালী কবি বলিয়া মনে করি; ভাবে, চিন্তায় ও শব্দগ্রন্থনে তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই কাব্যসংগ্রহে সকলেই লক্ষ্য করিবেন।

আমরা কবির রচনাবলী হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া যাহা আমাদের নিকট কাব্যসম্পদে গ্রাহ্য মনে হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। এ বিষয়ে আমাদের রসবোধই প্রমাণ। "বিবিধ" অংশে আমরা সুরেন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট অথচ অধুনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত কাব্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছি—"সুরমা" বাংলার কাব্যসম্পদ্ বৃদ্ধি করিবে।

মোট কথা, কাব্যের উপর নির্ভর করিয়া কবির যতটুকু পরিচয় পাঠকের কাছে নিবেদন করা সম্ভব, এই "বাংলার কবি ও কাব্য" গ্রন্থমালায় তাহাই করা হইতেছে। কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে দিয়া যে গ্রন্থমালা আরম্ভ হইল, আমরা আশা করিতেছি, প্রকাশক অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবির কাব্য প্রকাশের দ্বারা সে মালা একদা সম্পূর্ণ করিবেন এবং উহা বঙ্গবীণাপাণির সার্থক কণ্ঠাভরণ হইয়া উঠিবে।

কবি সুরেন্দ্রনাথের জীবনী ও কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চান, তাঁহারা যোগেন্দ্রনাথ সরকার-লিখিত ও বর্ত্তমানে তাঁহার গ্রন্থাবলীর সহিত যুক্ত "কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী" এবং শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে "সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার" অধ্যায় পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

রচনাপঞ্জী

জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে সুরেন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা পুস্তকাকারে বা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা :—

পুস্তক

১। **ষড়ৠতু বর্ণন**। (কবিতা) ইং ১৮৫৬।

আমরা এই পুস্তিকা দেখি নাই। ইহাব প্রকাশের অব্যবহিত পরে ২৫ এপ্রিল ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয় :—

> ষড়ৠতু বর্ণন ইত্যভিধেয় এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি, বিদ্যাভিলাষিণী সভার এক জন সভ্য শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পয়ারাদিচ্ছন্দে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে নিদাঘ বর্ণনা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম এতৎপাঠে পাঠক মহাশয়গণ এই নূতন কবির কবিত্ব ও বচনা শক্তি বিবেচনা করিবেন।

"নিদাঘ বর্ণন।

"আহা মরি কিবা চমৎকার ভবভাব।
অবনিতে নিদাঘ হলেন আবির্ভাব॥
রাজকর দেয় সবে গ্রীষ্মরাজ করে।
ভাস্কর প্রখর কর প্রকাশিত করে॥
মুখ্য শক্র ক্রোধ সম দিবস প্রবল।
কমলা কটাক্ষ ন্যায় যামিনী চঞ্চল॥
বিষধর শ্বাস হলো স্পর্শন স্পর্শন।
ধ্বক্ ধ্বক দশদিক জ্বলে অনুক্ষণ॥
মহীর তাপেতে মহীরুহ পত্রগণ।
বিবর্ণ হইয়া হয় মহীতে পতন॥
তাপিত আতপ তাপে যত জলাশয়।
অতিমাত্র প্রাণ মাত্র ব্যস্ত জলাশয়॥

যে সব লতার ছিল সুবর্ণের বর্ণ।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে করিল বিবর্ণ॥
নিরাধার চাতক বসিয়া করে আশা।
নীরধর নীরাশায় না হবে নিরাশা॥
আশায় আশ্রিত হয়ে বাঁচাও জীবন।
ভরসা কেবল মাত্র বরষা জীবন॥
মৃগগণ ব্যাকুলিত হয়ে জলাশায়।
মরীচিকা স্থানে যায় ভাবি জলাশয়॥
জলাঞ্জলি দেয় জলাশায় জলাশয়।
মূর্খতা দোষেতে হয় জীবন সংশয়॥
আহা মরি স্বভাবের অপরূপ ভাব।
হেরিলে প্রকৃতি মুখ নাই সুখাভাব॥
বিকশিত সুকুসুমে মধুলোভীগণ।
মধুপান মত্ততায় সতত মগন॥
বিমল কমল শোভা নির্ম্মল বারিতে।
মধুব্রত মধুলোভ নারে নিবারিতে॥
পাইয়া মধুর গন্ধ হইয়া আকুল।
গুঞ্জে২ পুঞ্জে২ বৈসে অলিকুল॥
হংস হংসী চক্রী চক্র সারসী সারস।
সরসী কূলেতে খেলা করয়ে সরস॥
মধুর রসাল আম্র অতি সুধাময়।
কাঞ্চন লাঞ্ছন বর্ণ প্রাপ্ত এ সময়॥
কত শত ঝুলিতেছে শাখায় শাখায়।
সতত সুখেতে বসি বিহায়সে খায়॥
অতি অপরূপ জগদীশ তব ভাব।
স্বভাব ভাণ্ডারে নাই কিছুই অভাব॥
বুদ্ধিহীন পশুপক্ষী তোমাব কৃপায়।
জগতেতে ভক্ষ্য পায় কিবা নাহি পায়॥
যথাস্থানে যথাকালে অনায়াসে খায়।
মুক্তকণ্ঠে দয়াসিন্ধু তব গুণ গায়॥"

২। **সবিতা সুদর্শন**। (কাব্য) ইং ১৮৭০ (১২৭৭ সাল)। পৃ. ৩৮।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার 'কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী'তে (পৃ. ১৯) লিখিয়াছেন:—

"কাব্যশক্তি তাঁহার ইহ-পারমার্থিক ভাব, কিম্বা প্রেম-পরিচালনার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত;—যশের জন্য নয়। ১২৭৭ সালে জনেক আত্মীয় চুরী করিয়া তাঁহার "সবিতা-সুদর্শন" ছাপাইয়া দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া বিশেষ বিরক্তির হেতু হয়; মুদ্রাঙ্কনে ভ্রম প্রদর্শন

পূর্ব্বক তিনি তাবৎ পুস্তক আবদ্ধ করেন; কালে কেহ এক আধ্ খানি দেখিতে পাইয়াছিলেন!"

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।

৩। **বর্ষবর্ত্তন** (কবিতা)। ইং ১৮৭২ (সম্বৎ ১৯২৮)। পৃ. ২৪।

"পুরাতন বর্ষের গমন ও নব বর্ষের আগমন বিষয়ক পদ্য প্রবন্ধ।" এই পুস্তিকার আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই।

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল—২৮ এপ্রিল ১৮৭২।

৪। **রাজস্থানের ইতিবৃত্ত**। "মিবার"। ইং ১৮৭২। (শ্রাবণ, সম্বৎ ১৯২৯)।

কবির চরিতকার যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন:—"ইহা কর্ণেল টড্ কৃত রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।...পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন ছিল;..." (পৃ. ২৬)

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা মতে এই পাঁচ খণ্ডের প্রকাশকাল এইরূপ:—

১ম খণ্ড:	২৬ আগষ্ট	১৮৭২,	পৃ. ৬৪।
২য় খণ্ড:	৩০ সেপ্টেম্বর	১৮৭২,	পৃ. ৪৮।
৩য় খণ্ড:	৫ ফেব্রুয়ারি	১৮৭৩,	পৃ. ৪৮।
৪র্থ খণ্ড:	১ এপ্রিল	১৮৭৩,	পৃ. ৪০।
৫ম খণ্ড:	১৬ জুন	১৮৭৩,	পৃ. ৪৮।

৫। **বিশ্ব-রহস্য**! অর্থাৎ অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্য সন্দর্ভ। ইং ১৮৭৭। (১ কার্ত্তিক, সম্বৎ ১৯৩৪)। পৃ. ৮০।

পুস্তকের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই।

[কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৬। **মহিলা**। (কাব্য) প্রথম অংশ। ইংরাজী ১৮৮০ (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭)। পৃ. ৯১+৪।

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল— ২৮ মে ১৮৮০।

মহিলা। দ্বিতীয় অংশ। ইং ১৮৮৩ (সন ১২৮৯)। পৃ. ১০৭+৩১ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল—২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

৭। **হামির**। (ঐতিহাসিক নাটক) ইং ১৮৮১ (ফাল্গুন ১২৮৭)। পৃ. ৯৫।

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল—২৮ মার্চ ১৮৮১।

কবিতা ও প্রবন্ধ

সুরেন্দ্রনাথের বহু গদ্য পদ্য রচনা তাঁহার মৃত্যুর পরে বিভিন্ন মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার অনেকগুলি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। জীবিতকালে তিনি যে-সকল রচনা সাময়িক-পত্রে মুদ্রিত করেন, তাহার মাত্র একটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল রচনার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। "প্রতিভা" (প্রবন্ধ)।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', ভাদ্র ১৭৮৩ শক (৭ম কল্প)।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কবির চরিতকার লিখিয়াছেন :—

> "প্রতিভা" (Genius) গদ্য প্রবন্ধ। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" পত্রিকার শেষবর্ত্তী কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম নাই। (পৃ. ৫)

২। "সন্ধ্যার প্রদীপ" (কবিতা)।—'নলিনী', ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, ৮ম সংখ্যা।

ইহা ১৩০৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রদীপে'ও প্রকাশিত হয়।

৩। "পদ্মিনী"* (কবিতা)।—'নলিনী', ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, ৮ম সংখ্যা।

৪। "খদ্যোতিকা" (কবিতা)।—'নলিনী', ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, ১২শ সংখ্যা।

৫। "চিন্তা" (কবিতা)।—'নলিনী', ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ৩য় সংখ্যা।

৬। "পরিশ্রম ও তাহার উপকারিতা" (প্রবন্ধ)।—'নলিনী', ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম সংখ্যা।

৭। "আলস্য ও তাহার অপকারিতা" (প্রবন্ধ)।—'নলিনী', ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

৮। "কি করি অবশ আমি স্রোতে তৃণ প্রায়" (কবিতা)।—'নলিনী', ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ১০ম সংখ্যা।

---

* "এই পদ্যটী…'হামির' নাটকান্তর্গত। এই কবিতাটী দৃশ্যলীলা স্বরূপ ন্যাসনাল থিয়েটরে অভিনীত হইবে। অভিনয়ের জন্য অনেক স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের পাঠার্থ আমরা ইহা সমগ্র প্রকাশ করিলাম।…" (পৃ. ৩৪১)

কবিতায় লেখকের নাম নাই। কিন্তু ইহা যে সুরেন্দ্রনাথের রচনা, এ কথা তাঁহার চরিতকার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১৫)।

৯। "মিলায়ে সারিঙ্গী সুরে" (কবিতা)।—'নলিনী', ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, ১২শ সংখ্যা, পৃ. ২৭৬।

১০। "সুখ" (প্রবন্ধ)।—'নলিনী', ৩য় পল্লব, ১২৮৯ সাল, ১ম সংখ্যা

১১। "উষা" (কবিতা) " " " ১ম সংখ্যা

১২। "মৃত্যু চিন্তা" (কবিতা) " " " ২য় সংখ্যা

১৩। "শাসন প্রথা" (প্রবন্ধ) " " " ২য় সংখ্যা

১৪। "মাদক মঙ্গল" (কাব্য)।—'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, ১৩০০ সাল, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

১৫। "ফুলরা" (কাব্য)।—'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, ১৩০০ সাল—৪র্থ ও ৫ম এবং ১৩০১ সাল—৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

১৬। "সুরমা" (কাব্য)।—'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, ১৩০১ সাল, ৮ম ও ৯ম-১০ম সংখ্যা।

সবিতাসুদর্শন

৯

"হে জবাসঙ্কাশ ভানু, জগতরঞ্জন !"
প্রাচীন কহিলা ধীরে ধীরে ;
"যাও অন্য লোকে গিয়া জাগাও জীবন
হাসাও সলিলে নলিনীরে ।"

১০

"হেসে হৈমবতী উষা ডাকিছে তোমায়,
হেসে তুমি চলিয়াছ তায় ;
আসিছে পশ্চাতে তব আবরিয়া কায়,
ছায়া সতী, সপত্নী ঈর্ষায় ।"

১১

"দেখিলে দক্ষিণ, মিলে পদতলে ছায়া,
হও তুমি প্রজ্বলিত তায়,
তপন স্বভাবে তব কিছু নাই মায়া,
পরিহর তখনি তাহায় ।"

১২

"জীবন কিরণাকর, ভুবনপ্রকাশ !
তুমি আদি সৃষ্টি অনাদির ;
সে পূর্ণ রূপের তুমি প্রতিমা আভাস,
স্ফুলিঙ্গ সে রুচির বহ্নির ।"

১৩

"অনাদি, অনন্ত, কাল, ভুজঙ্গের কায়,
স্বর্ণ শরে না কাটিলে তুমি,
বিশাল বেষ্টনে চির, রহিত নিদ্রায়
রম্য এ বিপুল বিশ্ব ভূমি ।"

১৪

"কি সুষমা শোভা হ'ল, প্রথমে যখনে
হলে ভানু শূন্যে বিভাসিত,
বিকশিত বিশ্বকুল বিচিত্র বরণে,
সিত, পীত, হরিৎ, লোহিত ।"

১৫

"হে লোকপুলক, প্রিয় আলোককারণ !
তুমিই জনক সুষমার,
দৃশ্যের বরণ, তুমি, দর্শকে নয়ন,
সব তম, বিহনে তোমার ।"

১৬

"রঙ্গিম কিরণস্রোতে সুখে করি স্নান,
পায় সবে বর্ণ আপনার,
এক বিভা, কি বিচিত্র রূপের বিধান,
সব সম, বিহনে তোমার।"

১৭

"দীধিতিনিধান! দীপ্ত দেব দৃশ্যমান!
পালক জীবন উষ্ণতার,
বিশ্বআত্মা বৈশ্বানর বেদে করে গান,
সব শব বিহনে তোমার।"

১৮

"অসীম আকাশ ক্ষেত্রে বালক ক্রীড়ায়,
সদা তব মণ্ডল ভ্রমণ;
রাশি হতে রাশি পরে ললিত লীলায়,
পরশিত কাঞ্চন চরণ।"

১৯

"সুলোহিত, পীত, সিত বিচিত্র বিভায়,
চারি পাশে নাচে গ্রহগণ,
ব্যসনিত ভৃত্য সম লুকায় ত্বরায়,
তোমায় করিলে দরশন।"

২০

“এলো চুলে হেলে দুলে মিলে করে করে,
আগে আগে নাচে হোরাগণ ;
একচক্র রথ চলে, চলে তার পরে,
পরে পরে ঋতু ছয় জন।”

২১

“কোমল বসন্ত রস প্রকাশ তোমায়,
পিকগীত, ভৃঙ্গের গুঞ্জন,
তোমা বিনা নিদাঘের প্রতাপ কোথায়,
সরসীর সলিল শোষণ।”

২২

“বিচিত্র নীরদ কেবা বর্ষায় দেখায়,
কভু নীল কমল নীলিমা ;
কখন দলিত কৃষ্ণ কজ্জলের প্রায়,
কভু গুর্ব্বী কুচের কান্তিমা।”

২৩

“করশর, (বেগে বায়ু পরাজিত যায়,)
ঘন তূণে রাখি আবরিত,
ধান্থকী প্রধান্ ; তুমি দেখাও বর্ষায়,
ধনু কিবা যতন চিত্রিত।”

২৪

"পারদ মাথায় কেবা শরদ শরীরে,
কাশ ফুলে কাননে দোলায়,
কুয়াশার যবনিকা অন্তরালে ধীরে,
হাসো বসি হেমন্ত উষায়।"

২৫

"নলিনবিহীন বলে শিশিরে কি হায়,
পরিহর ত্বরিত সংসার!
নেত্রনীররূপে বর্ষি নীহার, নিশায়
কান্দে ধাত্রী অভাবে তোমার।"

২৬

"কীলক সমান বলে পণ্ডিতে তোমায়,
পেয়ে যার আলম্বন বল,
বেগে বিঘূর্ণিত সবে আপন কক্ষায়,
ছোট বড় লোক চক্র দল।"

২৭

"ক্ষীণ ক্ষীণতর ভানু, বিলীন এখন,
বুঝালে কি ভ্রান্তমতি নরে?
তেজস্বী হলেও চির প্রভাব কখন
কারুই না রয় ধরা পরে।"

২৮

"আগত প্রভাতে তুমি ভাতিবে আবার,
হবে নাম তরুণ তপন ;
পুরাণ পুরুষে বলে নবীন কুমার
লভে পুন জনম যখন ।"

৪৩

"ছাড় ক্ষোভ প্রিয় শিশু জনক জননী
চিরদিন কার রয় হায়,
স্রোতস্বতী নদী সম জানিবে অবনী,
তৃণ হেন মিলে জীব তায় ।"

৪৪

"ক্ষোভ না করিতে হবে বিদ্যা কামনায়,
সুখে চির কর অধ্যয়ন,
শাস্ত্রসিন্ধু জানিবে এ জলসিন্ধু প্রায়,
পার তার পায় কোন জন ।"

৪৫

"মায়াগর্ভে, মোহ তমঃ, ঘোর আবরণ,
বাস তায় আমা সবাকার,
আর কে করিতে পারে সে গর্ভ মোচন,
সরস্বতী ধাত্রী বটে তার ।"

৪৬

“বিধির বিচিত্র বিশ্ব-গ্রন্থ বিরচন,
কার সাধ্য ভাব বুঝে তার,
অন্ধ টীকাকার তার অতি বিজ্ঞ জন,
বুঝাইতে দেখায় আন্ধার।”

৬৩

দিবা নিশা, সিতাসিত, দুই পাখা ভরে,
সময়-বিহঙ্গ উড়ে যায় ;
এ হেন কি আছে কেহ এ অবনী পরে,
সে না যারে হাসায় কাঁদায়।

৬৪

হেমকান্তি কায় সুতে দেয় অঙ্ক পরে,
পিতা মাতা হেসে ঢল ঢল,
কৌতুকে অলক্ষ্য পাখী নেয় পুনঃ হরে,
আর না সুখায় আঁখিজল।

৬৫

বালক ধূলায় খেলে যুবতি যুবায়,
প্রাচীনের খেলা কাঞ্চনের,
নীরবে সে পাখী ডাকে শুনিবারে পায়,
ক্ষান্ত হয় খেলা সকলের।

৬৬

কালে দ্বীপ, শত হয় সাগর উদরে,
কালে গিরি হয় অদর্শন,
কাননে নগর, কালে কানন নগরে,
কালে বিজ্ঞ, অজ্ঞ সুদর্শন।

বর্ষবর্ত্তন

১

কালের গতির কথা করিতে বর্ণন
কাব্যশক্তি কোন্ প্রয়োজন ?
শর সমীরণ জিনি কালের গমন
কে না জানে,—কথা পুরাতন।
কাল অনিবার ধায়, (তথাপি না ক্ষয় পায়)
সিন্ধুমুখে তটিনীর প্রায়,
তৃণকুল ভূতকুল ভাসমান যায়॥

২

শুন শুন বাদ্যভাণ্ড পুলক নর্ত্তন,
এ উৎসব কিসের কারণ ?—

পুরাতন বর্ষের যাত্রার আয়োজন ?
—কিম্বা নব বর্ষ আবাহন ?
অযোগ্য উল্লাস হায়, মৃত্যু সঙ্কীর্ত্তন প্রায় !
বর্ষক্ষয়ে, বর্ষ আগমন,—
বুঝ মনে, আয়ু ক্ষয় আগত শমন ॥

৭

ভাবিতে, বিস্ময়ে হয় বিলীন অন্তর,
এ হেন বিপুল ভূমণ্ডল,
পৃষ্ঠে ল'য়ে সিন্ধু শৈল কানন নগর—
ভীমবেগে আকাশে চঞ্চল !!
নদীর না জল নড়ে, পর্ব্বত না খসে পড়ে,
জীবপুঞ্জ না পায় জানিতে,
পৃথিবী চঞ্চল,—সব স্থির পৃথিবীতে।

৮

না বাসি পরশ, যারে না পায় নয়ন,
শ্রবণে না শব্দ শুনি যার,
কি কৌশলে ধরে তারে মানবের মন,
কি কৌশল সৃষ্টি বিধাতার !
ত্রিভুবনে আছে যাহা, মন সব জানে তাহা,
সব সনে তার পরিচয় ;
দেহ না দেখিতে পায় নিজ সমুদয়।

৯

কেবল কি রজোময়ী পৃথিবীমণ্ডল,
একা ভ্রমে আকাশ-পন্থায় ?
ছোট বড় কত মত কত লোক দল,
অনিবার ভীমবেগে ধায় ;
নিজ নিজ বেগভরে, সবে শূন্যে রব করে,
মিলে হয় মধুর সঙ্গীত ;
মানব শ্রবণে হায় নয় পরশিত।

১০

গৌরবের কি পদবী তপন তোমার !
সৃষ্ট দলে হেন নাই আর,
তব উপাসনারত সমগ্র সংসার ;
প্রকাশ প্রতিমা বিধাতার !
লোকচক্ষু লোকপ্রাণ, লোকত্রাস অবসান,
দিন দিন সৃষ্টির বিধান,
দীধিতিনিধান দীপ্ত দেব দৃশ্যমান !

১১

বারো রাশি, কাঞ্চনের বেদির মণ্ডল,
অধিবাসী অতি গরিমায়,
প্রদক্ষিণ করে সব সংসারমণ্ডল
কৃপাধীন উপাসক প্রায়।

তুমি ফিরাইলে দৃষ্টি, বিচিত্র বিপুল সৃষ্টি—
আদিম আন্ধারে মগ্নমান ;
তব রশ্মিভরে করে শূন্যে ভাসমান।

১২

দিবা, নিশা, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর,—
তুমি কালবিভাগকারণ ;—
কাল মহাসিন্ধু তুমি পতিত প্রস্তর ;
—উপজে তরঙ্গ অগণন ;
প্রথম জনমি রেখা, অতি ক্ষুদ্র দেয় দেখা,
ক্রমে স্থূল হয় পর পর ;
ক্রমে দিন মাস ঋতু অয়ন বৎসর।

১৩

পৃথিবীর পর্য্যটন বেষ্টিয়া তোমায়
বারেক হইল সমাপন,
সমাপন, পুরাতন বর্ষ হলো তায় ;
নরধামে কত আন্দোলন ;
এই যে চড়ক মেলা, ঘুরে ঘুরে পাক খেলা,
বুঝি ইথে প্রদর্শিত হয়
ভূমণ্ডল, মণ্ডল ভ্রমণ অভিনয়।

১৭

তিন শত পঞ্চষষ্টি দিন গণনায়
নর-পরমায়ুর হরণ ;
তিন শত পঞ্চষষ্টি চরণ সংখ্যায়
অগ্রসর নিকটে শমন।
হোরা দিবা নিশা মান, পক্ষ মাস অবসান,
ঋতুচক্র বর্ষের বর্ত্তন,
সব গণি, নাহি গণি আসন্ন মরণ।

১৮

ফল ফুল পল্লবে পরম বিভূষিত,
সুবিশাল শাখার প্রসার,
বাসনার পাখী দলে বসে গায় গীত ;
নর, হেন তরুর প্রকার ;
কাল-নদতট পরে, হেন রূপে শোভা করে,
প্রতিক্ষণ মূল ক্ষত তার ;
সে কি জানে পতন আসন্ন আপনার ?

১৯

তরুপত্রপ্রান্তভাগে লম্বিত নীহার,
কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত,
সুচিত্রিত, চারু ইন্দ্রচাপ বরিষার,
উড্‌ডীন পাখীর কল গীত,

সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা, পতিত তারার ছটা,
সরোজল হিল্লোল নর্ত্তন,
এ হতে ভঙ্গুর, রম্য, মানব-জীবন ! ! !

২০

কেন হেন হয়, কিছু না বুঝি কারণ,
হেন বুদ্ধি ধর জীব নর,
আকাশের তারা করে, যে জন গণন
রবি শশী যার আজ্ঞাচর,
অধিপতি পৃথিবীর, জয়কর্ত্তা প্রকৃতির,
করে, বিশ্ব বদরীপ্রকার,
আপন মরণ কেন ভুল হয় তার ?

২১

এই যে উৎসব দিন, বাদ্য কোলাহল,
হায় কত স্থানে কত জন,
মরণ-মদিরা পানে অবশ বিকল
নির্নিমেষ নির্নিভ নয়ন ! !
এই যে প্রমোদে রত, হায় এ দলের কত,
(হতে পারে বিস্ময় কি তার)
আগামী প্রভাত-ভানু হেরিবে না আর !!

২২

সম্মুখে, সুদূরে দৃষ্টি হয় ধাবমান,
পশ্চাতে না কিছু দেখে আর,
যে জীবের রচনার এহেন বিধান,
মৃত্যুর বিস্মৃতি সাজে তার।
বর্ষ অন্তে বর্ষ ক্ষয়, হর্ষে বর্ষ বৃদ্ধি কয়,
বিবিধ মঙ্গল আচরণ,—
অধোগতি এ উন্নতি,—কূপের খনন।

২৩

সিতাসিত দুই সূত্র একত্র জড়িত,
রজ্জুর কি দিব বিশেষণ?
চির বিচরিত হ্রাস, বৃদ্ধির সহিত,
বল ইচ্ছা যাহার যেমন।
আলো কাছে ছায়া পাই, ছোট ছাড়া বড় নাই
নিশা চির-সঙ্গিনী দিবার,
বিপরীত বিজড়িত সকলি ধরার।

২৪

পাঠশালে যায় শিশু চিন্তা এই তার,
দাদার বয়স হবে কবে,
দাদা, ভাবে কবে হবে বয়স পিতার,
সংসারের কর্ত্তা হব তবে।

হেন মতে পরস্পর, হতে চায় অগ্রসর
অভিমুখে, সম্মুখ মরণ ;
তবে অল্প আয়ু বলে কান্দে কি কারণ ?

২৫

মরুভূমে জল, যথা জলে রেখাপাত,
দামিনীর চমক যেমন,
আকাশের কলেবরে যথা অস্ত্রাঘাত,
নরে মৃত্যু স্মরণ তেমন।
আত্মীয় মরণ তরে, কিম্বা ঘোর ব্যাধিভরে,
উঠে মনে যদি না কখন,
দুষ্ট শিশু পাঠ সম, ভুলি সেই ক্ষণ।

২৬

ভূচরে বায়ুর ভার, মীনে জলভার,
যথা কভু জানিতে না পায়,
মানবে মরণ তথা অভ্যাস ব্যাপার ;
শুধু যথাকালে জানা যায়।
কেহ চির স্মৃতিহীন, কারু স্মৃতি কোন দিন,
কারু, হয় স্মরণ যখন
হৃদে কম্প, মুখে কিন্তু অতি আস্ফালন।

২৭

'কি ভয় মরণে সে ত নিয়ম ধাতার,
নিদ্রা ভিন্ন আর কিছু নয়'
দেখা যাবে হায় বীর বীরত্ব তোমার,
যখন আসিবে সে সময়।
বসিয়া, নগরে ঘরে, কে কবে শার্দূলে ডরে,
বনে গেলে হয় অন্য মন।
কে ভীরু বিপদে, নাই বিপদ্ যখন?

২৮

মহিষের গলঘণ্টা, শ্রবণে যখন,
অগ্রসর হবে পর পর,
যখন হেরিবে, তার আরোহী শমন
ভীম কৃষ্ণকায় দণ্ডধর,
তখন কাঁপিবে বুক, বিবর্ণ বিরস মুখ,
তখন বুঝিব, বিচক্ষণ,
নিদ্রা আর মরণের বিশেষ যেমন।

২৯

সমস্ত প্রকৃতি, কাঁপে যে নামের ডরে,
নিভে যায় আকাশে তপন,
অণু হয়ে যায় ধরা যার স্পর্শভরে,
যার ডরে স্তম্ভিত পবন,

অতি ক্ষুদ্র কীট নরে, তারে যদি নাহি ডরে,
মানি হেন ব্যাপার কেমন,
ঘাতকের কাছে বলি-পশুর নর্ত্তন।

৩০

মরণ,—আ কি পরিবর্ত্তন আশঙ্কার!
কি হইব? যাইব কোথায়
পরিহরি পরিচিত অভ্যাস সংসার?
সব প্রিয় নিবসে যথায়।
জীবনের উষ্ণ রাগ, চেতন আলোক ভাগ,
প্রিয় দীপকলি নিভে যায়,
কোন দুখ দুখ নয় হেন তুলনায়!!

৩১

'হে কবি! অত্যজ্য ভাবি বিপদ স্মরণ,
শুধু আশু ভোগ বিনাশন,
আসিবে অবশ্য মৃত্যু, আসিবে যখন,
বৃথা তার মনন জল্পন,
এ প্রস্তাব পরিহর, হর্ষ আলোচনা ধর,
কর হেন বচন বিন্যাস
উন্মীলিত চিতে, যায় উঠিবে উল্লাস।'

৫৫

*　　　*　　　*

হে কাল তোমার ক্রিয়া, ভাব চক্ষে নিরখিয়া,
　　উদয় না হয় মনে কার ?
'কেহ পরাক্রমী নয় সমান তোমার ।'

৫৬

কিছুই ছিল না, ছিল তব অবস্থান,
　　রবে, কিছু রহিবে না আর,
অনন্ত অসীম আয়ুঃ কাল বলবান !
　　কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার ?
অশনি পতন ঘায়, যে জন বাঁচিয়া যায়,
　　কুশাঘাতে ক্ষয় কর তারে ;
সিন্ধু সন্তরিয়া উঠে, হত হয় পারে।

৫৭

কর্ম্ম-সূত্র, মানব-পুতলি বান্ধা তায়,
　　কত নাট্য হয় অভিনীত,
তুমি আছ নেপথ্যে, যে জানিতে না পায়,
　　সে ভাবে, পুতলি ক্রিয়ান্বিত !
হাসে কান্দে পড়ে ধায়, সব তব চালনায়,
　　সাজে, সাজে বিবিধ বিধান,
সাজশূন্য পুতলির সকলি সমান।

৫৮

রবি শশী, কাটি ছুটি ঘুরাইয়া করে,
কি কৌতুক কর প্রদর্শন !
সোনা, রূপা, হয় ধুলা পরশের ভরে,
ইন্দ্রজালী কে আর এমন !
শূন্য গাছে কালে ফল, শূন্য বালা হৃদি স্থল,
কালেতে কলস লালসার
তুঙ্গ স্তন রচন, পতন কালে তার ।

৫৯

বিলোল লহরী ছিল সাগর যথায়,
এবে যেন লহরী স্তম্ভিত,
ক্রমসোপানিত তথা হিমাদ্রির কায়,
তিমিরাজ্যে দন্তী বিবাজিত !
সিন্ধু জমে, গিরি গলে, জলে স্থল, স্থল জলে,
কাল কি কর্ম্মিষ্ঠ কুম্ভকার !
করে পৃথ্বী পিণ্ড পৃথ্বী-পিণ্ডের প্রকার !!

৬৬

তোমায় বিদায় দেই বর্ষ পুবাতন,
অর্দ্ধ মন আর্দ্র মমতায়,
নব বর্ষ অর্দ্ধ মনে তব আবাহন,
পুলক চপল ব্যগ্রতায় ।

এক নেত্র করুণায়, পুরাতন প্রতি চায়,
এক নেত্র, ভোগ লালসায়
সন্দিহান সতর্কে, তরুণ প্রতি চায়।

৬৭

স্বাগত স্বাগত নব বর্ষরাজ তুমি!
আমরা তোমার অনুগত,
অধিকার তোমার এখন বিশ্ব ভূমি,
প্রজা তব, প্রজাদল যত।
অন্তর পুলকে ভরি, তব অভিষেক করি,
সবে আশা উন্নতি তোমায়,
কার কি করিবে তুমি কে তা জানে হায়।

৬৮

কি প্রকৃতি, গতি মতি না জানি তোমার,
জানিলে কি ফলোদয় তায়!
শুধু মাত্র ভেঙ্গে যাবে স্বপ্ন কল্পনার,
আছি তবু আশা অজ্ঞতায়;
কি তোমার অভিপ্রায়, কে জানিতে পারে হায়,
সে নিগূঢ় সন্ধির সন্ধান,
অন্ধ হস্তিদরশন, নর অনুমান।

৬৯

তোমা হতে হবে কি ধরার সংশোধন ?
ক্ষয় হবে পাপ যাতনার ?
মানবের পশুত্ব কি হবে বিমোচন ?
নরে নর হানিবে না আর ?
তাড়না বঞ্চনা ছল, পারুষ্য পীড়ন বল,
হ্রাস বৃদ্ধি পাবে কি এ সবে ?
কিম্বা ধরা আছে যথা সেই ভাবে রবে।

মহিলা

উপহার।

অবক্তবণিকা

ইন্দুকুন্দ-বিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিত কণ্ঠ-হার, সিত বাস,
সারদে ! চরণারুণে চিত-শতদল
বিকসি আসিয়া কর বাস ;—
ভাব রাগ বাক তানে
জাগাও নিদ্রিত প্রাণে,
হৃদি যন্ত্র কর মা তন্ত্রিত ;—
গীতোচিত কণ্ঠহীনে কিঙ্কর কুণ্ঠিত !

বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ, সরোবর,
সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন,
নির্ম্মল নির্ঝর, মরু—বালুর সাগর,
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ত্তন ;
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার !

কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটু স্তুতি না চাই রচিতে ;
সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার,
বাঞ্ছা চিতে বিশেষ বর্ণিতে ;
স্মরি চির উপকার,
দিব গীত-উপহার,
শুধিবারে ধার মমতার,
মায়া-কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার।

সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার ;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,

কি বুঝাবো ভাব রমণীর ;—
মণি মন্ত্র মহৌষধি সংসার ফণীর !

নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে,
শ্যামকান্তি নিরখে ধরার,
জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে,
চরাচর বিহরে অপার ;—
সমীরণে দোলে ফুল,
গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
পাখী গায় বসি শাখী পরে,
সবে সুখী, নর সুধু কাতর অন্তরে !

শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে,
শূন্য দেখে শোভিত সংসার !
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধিবলে,
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার !—
বুঝি ভাব মানবের,
ধাতা তার মানসের,
করিলেন প্রতিমা রচনা ;—
ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা !

বিকচ পঙ্কজ-মুখে শ্রুতি পরশিত
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল !

কাতর হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে,
ঢল ঢল লাবণ্যের জল !
পাটল কপোল কর চরণের তল !

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধমুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !
পর্শে পদ রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা ;
এলোকেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বনফুল কোন্ গগনের শশী !!

শ্রুতিহর চারু নাদে চরণসঞ্চার,
ভাবভরা বিলাস আঁখির,
শোভিত সশব্দে অর্থবহ অলঙ্কার,
আবরিত রসের শরীর ;—
পেয়ে হেনরূপ ছবি,
মানব হইল কবি ;—
বনিতা সবিতা কবিতার !
মর্ত্ত্য জুঁড়ে বিকসিল কুসুম মন্দার !

এক দুগ্ধে দধি, তক্র, ঘৃত, নবনীত,
নানা উপাদেয় যথা হয় ;—

এক নারী নানা রূপে করে বিরচিত
সংসারের সুখ সমুদয় ;—
সৃষ্টি পুষ্টি জননীর,
প্রিয় চিন্তা ভগিনীর,
কন্যা সেবা, জায়ার বিহার ;—
অতুলনা দান যাঁর কুমারী কুমার !

ফুটেছে অতুল ফুল উদ্যান ধরায়,—
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার ;
বৃন্তদল, কলেবর,—পুরুষের তায় ;—
নারী—বর্ণ, মধু, গন্ধ যার !
আছে কাঁটা অগণিত,
তবু অতি সুশোভিত ;—
সুধু এই শোক তার তরে !—
কাল-অলি-মধুপান-অবসানে ঝরে।

সংসারে যে দিকে চাই, করি বিলোকন,
বিপরীত দুই ভাব মেলা,—
বাহে দোহে অরি, মনে মধুর মিলন,—
কোমল কঠিনে কিবা খেলা !—
একে শোষে, অন্যে পোষে,
একে রোষে, অন্যে তোষে,
একে মূঢ়, অন্যে অতি কৃতী ;—
হরগৌরীরূপ বিশ্ব পুরুষ প্রকৃতি !

ধন্য সাংখ্য তত্ত্বশাস্ত্র সার নিরূপণ!—
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির,
পুলকে টলিল কায় খুলিল লোচন
অবশ পুরুষ অকৃতীর;
প্রকৃতির ভোগ্য কায়,
জীব ভোক্তা ভুঞ্জে তায়,—
কে ইহা করিবে অস্বীকার?
পতি-পত্নী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার!

সংসার পেষণি, নর অধঃশিলা তায,
রেখে মাত্র আলম্বন যার,
নারী উর্দ্ধখণ্ড, কার্য্য করিছে লীলায়,
কীলে রন্ধ্রে মিলন দোঁহার!—
ভাবচক্ষে নিরখিয়া,
দেখ হে ভবের ক্রিযা,
বিপরীত বিহার অতুল!—
রমণী রমণ রসে পুরুষ বাতুল!

মৃষা উক্তি, মানবে মজালে মহিলায়,
দিয়া জ্ঞান রস আস্বাদন;
সদলে সে হেতু দুঃখ পশিল ধরায়,—
জরা ব্যাধি রোদন মরণ।
মিলাইয়া নিজ যুক্তি,
ভাবুকে বুঝিবে উক্তি,

নিন্দা নয়, স্তুতি ললনার ;—
অমরত্ব ছাড়ে নরে প্রেমভরে যার !

'

যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়,
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ ;
যম-যানে জরাজীর্ণে লোকান্তরে যায়,
নারী করে প্রসব নূতন !
কোন্ দুঃখ ধরা ধরে
নারী যারে নাহি হরে ?
তাই পুন মূষার লিখন,—
নারী বীজে হবে ফণি-ফণার দলন !

মাতা

১

সুকোমল অঙ্কে নিয়া,
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া
হে জননি, কর পুনঃ বালক আমায় !

তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মা গো বিষয়ের রণে
তুমি গড়েছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম স্বর্গকথা কিছু নাই মনে !–
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে !

৩

কোন সুখ স্বপ্ন কথা,
অন্তরে জাগিছে যথা,
ধীরে ধীরে হর্ষ শোচ সংশয়ের সনে ;
যেন বা প্রবাস বাসে,
দূর হ'তে ভেসে আসে,
দেশ-প্রিয় গীত খণ্ড, সন্ধ্যা-সমীরণে ;
বৃদ্ধ কালে অন্বেষিয়া,
পূর্ব্ব-স্মৃতি মিলাইয়া,
স্বধাম সন্ধান বা কিশোর সন্ন্যাসীর ;
জাতিস্মর হৃদে হেন,
প্রথম প্রকাশ যেন,
বিয়োগ-বিষণ্ণ মুখ পূর্ব্ব-প্রেয়সীর ;
তুল্য এবে এ সব সে শৈশব স্মৃতির !

৪

নিজ অঙ্গ অংশ দিয়া
এই তনু নিরমিয়া,
চিত হতে দিয়া চিত, দীপে দীপ প্রায়,
আমায় সৃজেন যিনি,
ধাতার স্বরূপ তিনি ;—
জীব-দেহ, ব্রহ্মাণ্ড সমান তুলনায়।—
পরদেশ এ ধরায়,
অসম্বল অসহায়,
আসি আত্মা, পেয়ে যাঁর আতিথ্য কৃপার,
পথ-ক্লান্তি পাসরিয়া,
নব-সঙ্গি-সঙ্গ নিয়া,
রঙ্গ রসে পাসরে আলয় আপনার ;
মহতী মহিমা, বাক্যে কে বর্ণিবে তাঁর !

৫

কভু ভার-নিপীড়িতা
বসুন্ধরা বিচলিতা ;
দোষ পেলে রোষ হয় উদয় পিতায়
সরসীর সুধা-পয়,
হিমপাতে শিলা হয় ;
সতত না পূর্ণ রয় সুধাংশু সুধায় ;
করে মেঘ ধারাপাত,
কভু ঘটে বজ্রাঘাত ;

জগৎপ্রাণ, প্রাণ হরে মাতিয়া বাত্যায় ;
রবির মুখের হাসি,
বারিদে আবরে আসি ;
সমান প্রকৃতি কারু দেখা নাহি যায় !—
চির অধিকারী মাতা মমতা তোমায় !

৬

তুমি না ধরিলে দেহ,
দেহ না ধরিত কেহ,
না আসিত না বাঁচিত কেহ এ ধরায় !—
পৃথ্বি-আগমনে ক্লান্ত,
স্বর্গ-হারা আত্মা-পান্থ,
তব গর্ভে কি সুখের পান্থবাস পায় !—
দেশ কাল প্রবঞ্চনা,
নাই আশা বিড়ম্বনা,
হ্রাস বিনা শুধু যথা বৃদ্ধির বিহার !—
সম শান্তি সব দিন,
পর-পীড়া-ভয়-হীন,
নাই কিছু চিন্তা যথা তৃষ্ণার ক্ষুধার ;—
তব হৃদি রসে শোধে বঞ্চনা সুধার !

১২

এ হেন জীবন যার,
কি গতি হইত তার,

বিনা নারী, নর-দৈন্য-তিমির-তপন !
বাঞ্ছা-সুরতরুবর
যাঁর চারু কলেবর
অকাতরে বিতরে, প্রকৃতি-প্রয়োজন !
সৃজিবার, পালিবার,
প্রতিনিধি বিধাতার,
অবনীতে ইন্দু-মুখী ঈশ্বরী সাকার !
কাল-সিন্ধু-মুখে ধায়
সংসার,—সরিৎ প্রায়,
থাকিত কি এত দিন এ প্রবাহ তার ?—
না পাইত যদি নারী-নির্ঝরের ধার !

১৩

মিলাইয়া হৃদি যুক্তি,
ভাবিলে বুঝিবে উক্তি,
জননীর ভাব-সিন্ধু অগাধ অপার !
বিশ্বচয় দ্বীপ প্রায়,
বলয়িত আছে যায়,
নর-বুদ্ধি-ভেলায়, কি পার পায় তার !
হের গিয়া সূতিকায়,
মূর্চ্ছিতা মাতার কায়,
কে বুঝে, কে বুঝাইবে প্রসব-বেদন !
সুত কান্দে,—কানে যায়,
নয়ন মেলিয়া চায়,

করুণায় করে সব দুঃখ আবরণ !—
নব তনু লভি, মৃত পাসরে মরণ !!

২৬

ত্রাসে, ক্ষোভে, শোকে, দুখে,
আগে নাম উঠে মুখে,—
কিবা একাক্ষরী মন্ত্র,—মানব-তারণ !!—
যার শব্দে যমচরে
নিকটে আসিতে ডরে ;—
এ ভব-অশুভ-ঘন-দক্ষিণ-পবন !
নিলে নাম রসনায়,
হৃদয়ের পাপ যায়,
কুমতি পিশাচী, দ্রুত করে পলায়ন !—
নাম সঙ্কীর্ত্তন যথা,
ভক্তি, দয়া, প্রেম তথা ;—
ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া,—ঈশ-পরিজন !
হেন জনে কার সনে করিব তুলন !!

২৭

যে যত্নে, যে যাতনায়,
সন্তানে বাঁচায় মায়,
সবিস্তারে বর্ণিতে না শক্তি সারদার !

সদা ব্যগ্র সদা ত্রাস,
শূন্য অন্য অভিলাষ,—
এক ধ্যান, এক চিন্তা, নিয়ত মাতার ;—
অনশন, জাগরণ,
নানা দেবে নিবেদন,
হৃদি-সিন্ধু দোলে, অল্প-হেতু-মৃদু-বায় !
যদি দিলে নিজ প্রাণ,
পায় সুত পীড়া-ত্রাণ,
মমতা-নিকেত মাতা, কাতরা না তায় !—
বিগলিত হৃদি, চির-স্রবিত ধারায় !

২৮

ক্ষুদ্রকায়, চেষ্টা-হীন,
শিশু সুত নিদ্রা-লীন,
নিকটে বসিয়া মাতা, অনিমেষে চায় !
তমোময় নিশাযোগে,
বিশ্ব মুগ্ধ নিদ্রা-ভোগে,
সজাগর প্রহরী, বিধাতা যেন তায় !
চাহিয়া মায়ের মুখে,
শিশু সুত হাসে সুখে,—
হাসে মাতা, কে বুঝে আনন্দ পরিমাণ !—
কবি, ভাবগ্রাহী যেন,
দুজনে মিলন হেন,—

প্রেম-কাব্য চর্চ্চায় উভয়ে ফুল্লপ্রাণ !
প্রসূতি সন্ততি, সিন্ধু সুধাংশু সমান !

৩৭

নর-বাঞ্ছা-কল্পতরু,
তুমি মাতা প্রেমগুরু,
তুমি না শিখালে প্রেম শিখিবে কোথায় ?
নরের হৃদয় ভূমি,
কৃষক সমান তুমি,
তুমি ছেড়ে দিলে স্বতঃ কাঁটা ফুটে তায় !
সিঞ্চিলে স্নেহের জল,
তবে হবে ফুল ফল,
নর-আত্মা লতা, মাতা মালী তুমি তার !
সকল মঙ্গল-ধাম,
সুখভরা 'মাতা' নাম,
হায় তায় রটিল কলঙ্ক কামাচার !
রে অভাগ্য-ধর নর ! কি হবে তোমার !

৩৮

সন্ততি সুখেতে রবে,
অরোগী দীর্ঘায়ু হবে,
সমাজে গণিত হবে নীতি-পরায়ণ ;—
শুভ কাজে অনুরক্ত,
হবে মাতা পিতা ভক্ত,

প্রিয় কার্য্য করিবে, না লঙ্ঘিবে বচন ;—
বিবিধ বিপদ-ভরা,
এলে সুখহরা জরা,
সযতনে সুতে সেবা করিবে তখন ;—
হেরে পুত্র আচরণ,
পুণ্য গাবে দশ জন ;—
মনে যদি থাকে মাতা বাসনা এমন ;—
নিজ অঙ্কে লও পুত্র—দ্যুলোক-পাবন !

৩৯

বেশ, ভূষা, অলঙ্কার,
গন্ধ, মাল্য, উপহার,
ইথে কি নারীর শোভা বাড়ায় তেমন ?
যথা ধৃত অঙ্কোপর,
কিশলয়-কলেবর
শিশু, ফুল্ল-কপোল স-কজ্জল-নয়ন !
লোচনের সুখকরী,
যেন কলেবর ধরি
বালেন্দু-ভূষিতা সন্ধ্যা, উদিতা ধরায় !—
অথবা হরির মায়া
ধরিয়া মাতার কায়া,
বিশ্ব-বিধারণ সুতে ধরিয়া বুঝায় !—
সন্তোষের সহ যেন শান্তি শোভা পায় !!

৪৩

দুষ্ট সুতে শাসিবারে,
উঠে কর মারিবারে,
সেই কর থেমে পুন তুলিয়া নাচায় ;—
কিম্বা যদি পিঠে পড়ে,
তায় না কঙ্কণ নড়ে,
খল খল হাসে শিশু, হাসে মাতা তায় ;
যদি দৈব ঘটনায়,
প্রহারে বেদনা পায়,
কিছু ক্ষণ কেন্দে শিশু খেলিবারে যায় ;-
মাতা গৃহকর্ম্ম করে,
বিরলে নয়ন ঝরে,
মনের সন্তাপ আর কিছুতে না যায় ;—
হৃদে যেন কণ্টক, বেদনা পায় পায় !

৪৪

মাতৃস্তন-সুধাপানে,
সিত সুধাকর-মানে,
নবীন কোমল কায় ক্রমে বর্দ্ধমান !
নিত্য নব নব কত,
বিকশিত ভাব শত,
জননীর আনন্দের কে পায় সন্ধান !

দন্তাঙ্কুর শশিছটা,
হাস্য কৌমুদীর ঘটা,
তিরোহিত গৃহীর গৃহের অন্ধকার !
বিচরণ পায় পায়,
পতন আঘাত পায়,
ঘটে কত আপদ, কি হবে তায় তার';—
মুখে মাতৃ-নাম-মহামন্ত্র সদা যার !!

৪৫

বালকের উপদ্রব,
নিত্য নব কত কব,
মাতা বিনা, সহিতে কি পারে অন্য জন !
যা দেখিবে তা চাহিবে,
সাধ্যাসাধ্য না বুঝিবে,
গগনের চাঁদ চায়, না পেলে রোদন ;—
মাতার হৃদয়োপরে,
প্রহারে যুগল করে,
সবলে কুন্তল ধরি করে আকর্ষণ ;—
জননী বেদনা পায়,
সরোষ নয়নে চায়,
চোখে চোখে মিলে পুন হাসে দুই জন !–
আছে কি প্রেমের ছবি কোথাও এমন !

৪৬

কোন্ দ্রব্যে উপমিয়া,
বুঝাইব বিশেষিয়া,
প্রেমময়ী জননীর হৃদয় যেমন !
যেন গিরি-প্রস্রবণ
উচ্ছলিত অনুক্ষণ,
অতুল বিমল তৃপ্তি তন্দ্রা নিকেতন !—
পূর্ণিমার শশী যেন,
ত্রুটি-হীন পূর্ণ হেন,
শীতল সুখদ সুধা অজস্র স্রবিত !
মধুচক্র—মধু ঝরে,
মধু-বোলে মুগ্ধ করে ;
কুবেরের ধনাগার চির বিতরিত !
করুণা-বালার খেলা-ঘর বিরচিত !

৭৯

হে মাতঃ ! হৃদয়ে ধর,
সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা ভব-দুঃখে কোথা পরিত্রাণ !
তুমি পরশিলে করে,
জ্বর জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্য বৈকুণ্ঠ সমান !

তুমি মুখে দিবে যাহা
মৃত্যুহরী সুধা তাহা,
আশীর্ব্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ !
তব কাছে স্বর্গবাস,
তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান !
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মূর্ত্তিমান্ !

মাতৃ-স্তুতি

১

জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ,
জননী এ সকলকারণ ;—
যাঁর প্রেম-সিন্ধু পরে, মায়ার তরঙ্গ ভরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২

না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামনা !—
হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা ?
পেতে সুত সুলক্ষণ, কত ব্রত আচরণ,
কত বা মনন দেবতায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১১

বিরলে বসিয়া করি যখন চিন্তন,
সিন্ধুজলে তরঙ্গ যেমন,—
হৃদে তব স্নেহ কথা, একে একে উঠে তথা,
যত স্মরি তবু না ফুরায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

১৭

বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়,—
রত্ন-বেদি, বসি তুমি তায়,
বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি, অনল, তরুণ রবি,
রত্ন বাসে বিজড়িত কায়।
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

জায়া

১

নদী-মধ্যভাগে যথা সন্তরিত জন
গভীর নীরের নৃত্য করি বিলোকন
সভয়ে সন্দেহ সনে কূল পানে চায়;
কবির অবস্থা তাই,
আগে চেয়ে ভয় পাই,
নারী-নদী বিশাল, কি পার পাব তায়!—
ধরি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তৃণ লেখনী সহায়।

২

মাতা মৃদু তটভাগ ভয়-হীন তায়,
না পাই সে শান্তভাব মাঝারে জায়ায়,—
বিষম আবর্ত্ত তুঙ্গ তরঙ্গ খেলায় ;
রসিক ভাবুক জনে
বুঝ বিচারিয়া মনে,
শত দোষ পাইলে না প্রকোপ মাতায় ;
অল্পে অভিমানী প্রিয়া ভয় বাসি তায় ।

৬

এসো এসো প্রিয়তমা প্রতিমা সাকার !
জাগাও ভক্তের হৃদে ভাব নিরাকার ;—
রাগভরে করি তব স্তবন পূজন !—
পৌত্তলিক ভাবি মনে,
হাসিবে অবোধগণে ;
সুবোধ বুঝিবে আছে নিগূঢ় কারণ,—
নিরাকারে ধ্যান নভ-কুসুম চয়ন ।

৭

তোমার কাহিনী কাব্য, কবি বক্তা তার,
অলঙ্কারী কুশ-শিখ-সূক্ষ্ম-মতি যার,
বিচরিয়া ভাব তব অন্ত নাহি পায় !

ঘটে পটে মত্ত যারা,
দেখিতে না পায় তারা,
মনোহরী তোমার সুষমা প্রতিমায়,
অচিন্ত্য অগম্য ভাষে অধ্যাত্মবিদ্যায়

৮

তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্যা সর্ব্ব-রসাধার,—
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি অবিতর্ক্য অণু্ পদার্থবিস্তার ;
শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহধাম,
তুমি মূল প্রকৃতি সাংখ্যের তত্ত্বসার ;
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

৯

সব দ্রব্যে মধ্যভাগে বাস করে সার,
পাতাল স্বর্গের মাঝে প্রকৃতি ধরার ;-
শীত গ্রীষ্ম মধ্যে ঋতুরাজের বিহার,
তরু মধ্যে সার ধরে,
মধ্যমা প্রধান করে,
হ্রস্ব স্থূল মাঝে সাজে মধ্যম আকার,
মধ্য-মণি শ্রেষ্ঠ মানি মণির মালার।

১০

জরা বাল্যকাল মাঝে সুখের যৌবন,
মানুষের মধ্যে মান্য মধ্যস্থ যে জন,
আঁখি মধ্যভাগে আঁখি-মণির বিহার ;—
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাঝে
প্রেমভাব যথা সাজে,
তুমি মধ্যচারী তথা মাতা দুহিতার,
পূর্ণ চারু বামা-ভাব-সাকার-লীলার।

১১

মধ্যভাব দুই প্রান্তে বিহরে বিকার,—
পালন গৌরব ধর্ম্ম বিকার মাতার,
সেবাধর্ম্মে লাঘব বিকার দুহিতার ;
স্ত্রী ভাবের প্রেম পাত্র,
সবে এক তুমি মাত্র,
স্ত্রী নারী রমণী বামাঙ্গনা যত আর,
যত জাতি-উপাধি তোমার অধিকার।

১২

কোথা হেন ভাব আছে নাই যা তোমায়,
তোমায় না পাই যাহা সে রস কোথায়,
কি হেন সম্বন্ধ আছে তোমায় এড়ায়,
হেন ভোগ কোনখানে
না পাই যা তব স্থানে,

যা আছে এ ভবে, আছে সে সব তোমায় ;
তোমায় যা পাই, নাই কোথাও ধরায় ।

১৫

শোণিত-সম্বন্ধ-হীন কেবা হেন পর,
অৰ্দ্ধ অঙ্গ আত্মীয় কে আর তার পর ;
হরে প্রাণ, করে দান কে প্রাণ-নন্দন ;—
কে হেন বিবেক আর,
সমাগম বসে যার
পরিহরি সব মায়া স্বজন স্বগণ ,
কে নিগূঢ় দৃঢ় হেন সংসারবন্ধন ।

১৬

স্নিগ্ধ উষ্ণ তীব্র মন্দ যত বিপরীত,
প্রহেলি-পুত্তলি ! সব তোমায় মিলিত ;
হেন দ্বন্দ্ব-মিল মিলে ঈশানে কেবল !
দুই বিপরীত যথা,
মধ্যভাব বসে তথা ,
বিষয় বিরাগ তুমি প্রেম ধৰ্ম্ম স্থল ,
দিব্য সুধা মত্ত সুরা তীব্র হলাহল ।

১৭

কুন্তল কলাপকিবা কাদম্বিনী কায়,—
চমকি চমকি চোখে চপলা খেলায়,
অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভা পায়,

তরুণ অরুণ রাগে
সিন্দূর ললাটভাগে,
সন্ধ্যার নিবাস নেত্রপল্লবছায়ায়,
কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায়!

১৮

তোমা বিনা হই রসহীন উদাসীন,
কিম্বা পাই পশু-ধর্ম্ম হেয়-কর্ম্ম-লীন,
নরত্ব মহত্ত্ব পথে চালনা তোমার ;—
আছে যায় অতি সুখ,
আছে অগণিত দুখ ;
তুমি গ্রন্থ রচনা সংসার-পরীক্ষার,
তুমি সহাধ্যায়ী, গুরু, পুরস্কার তার।

৩২

যার মিলে নারী সনে এ হেন মিলন,
নারী সনে সে যৌবন মিলন কেমন!
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন!
পুরুষ পাষাণকায়,
যৌবন মিহির প্রায়,
প্রতিবিম্ব তায় তার রটে কি তেমন,
রমণী মণির অঙ্গে ঝলকে যেমন?

৩৩

কৃশাঙ্গীর কলেবরে যৌবন কেমন ?
হবির পরশভরে কৃশানু যেমন,
অথবা বসন্তে যেন কাননের কায়,
নদী যেন বরিষার
ধরে না রসের ভার,
লাবণ্য লহরী খেলে ললিত লীলায়,
উছলে উদধি যেন পেয়ে পূর্ণিমায় !

৩৫

সে দিন না ছুঁইয়াছি যারে ঘৃণাভরে,
আজ তার স্পর্শ পেলে চাঁদ পাই করে ;
কাল ছুটাছুটি, আজ গজেন্দ্রগমন ;
কাল না চেয়েছি যায়,
আজ সে না ফিরে চায় ;
ধূলা খেলা ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন,
আত্মা-অশ্বে করে কশা-কটাক্ষ শাসন !

৩৬

কোথায় উপমা দিব যুবতীশোভায় ?
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমায় ?
শারদ সরসি বটে পরম শোভার ;

বিমল রসাল কায়,
মন্দ আন্দোলিত বায় ;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আত্মার !—
মদালস সে লোল লোচন লালসার !—

৪৫

তপনে কিরণ তুমি কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি বদনের হাস,
জড়ে অবয়ব তুমি বিজ্ঞান আত্মার,
তুমি শীতগুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,
মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার,
কাঞ্চনের কান্তি তুমি বল অবলার !

৫০

তনুরূপ রথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল,
বল্গা ধৈর্য্যে অঙ্গভঙ্গী নাচে হয়দল,
আপনি রমণী রথী, সারথি যৌবন,
মৃদু হাসি বীরদাপে
হেলাইয়া ভুরু-চাপে
সঘনে কটাক্ষ-শর সন্ধানে যখন,
কোন্ বীর পরাভব না মানে তখন !

৫১

আছে যে বারিতে পারে মদনের শরে,
নাই যে না বাসে রূপ-প্রভাব অন্তরে ;
না থাকে আহারে লোভ, রুচিবোধ রয় ;
হের হর-দৃষ্টিভরে
মদন পুড়িয়া মরে,
স্মরারি সৌন্দর্য্যে তবু উদাসীন নয় !—
পরিচয় হিমাচল-সুতা-পরিণয় !

৬৬

অশ্বে যথা বল্গা, যথা অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর,
বুদ্ধি বৃত্তি দলে যথা হিতাহিত জ্ঞান,
সিন্ধু-যাত্রি—পথ-হারা
তার যথা ধ্রুব তারা,
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান ;—
তোমা বিনা পথ-ভ্রান্ত পান্থের সমান !

৭৪

হে প্রেম—হে সুধাময়-প্রবাহ আত্মার !
অবিচিন্ত্য অবিতর্ক্য মহিমা তোমার !
মানব-বামন-কর-আকর্ষণী-প্রায় !—

যার যোগে মর্ত্ত্য পরে,
স্বর্গফল পাই করে ;
যার আকর্ষণবলে কেহ না এড়ায় ;—
কি বারুণ-পাশ !—বিশ্ব বাঁধা যায় যায় !

৯৫

হেন ওতপ্রোত স্রোত নাহি দেখি আর,
গতায়াত সম ভাবে সম কালে যার ;—
দান প্রতিগ্রহ দেখি অভেদ লক্ষণ ;
যার দাস হয়ে রই,
তার আমি প্রভু হই ;
দেখি, দেখা দেই, দুই অভিন্ন কেমন !—
পরস্পরে দেখা মুখ মুকুরে যেমন !

৯৬

হেন যোগ-সিদ্ধির কেবা না করে আশ,
নিজ দেহে থাকি, করি পর দেহে বাস !
এক কালে দু-দেহে দুজনে অধিষ্ঠান !—
একে প্রয়োজন যাহা
অন্যের কামনা তাহা ;
একে দিতে, নিতে অন্যে আগ্রহ সমান !—
না উঠিতে পিপাসা সরসী আগুয়ান !

১০০

হে প্রেম পরম রবি সংসার-রঞ্জন !
নর-হৃদি-কন্দর-তিমির-নিরসন !
পূর্ব্বরাগ শোভন অরুণ আগে যার,
করুণ মলিন অঙ্গে
অশ্রু শিশিরের সঙ্গে
পিছে মানময়ী সন্ধ্যা বিরহে সঞ্চার ;
আলোক পুলক মধ্য মিলন তোমার !

১০১

বিনাশিয়া অন্তরের আদিম আঁধার
কি প্রভাত পূর্ব্বরাগ প্রচার তোমার !-
স্বপন ছাড়িয়া লভি পরম চেতন ;
হৃদে ভাব হয় হেন,
সৌরভ পাইয়া যেন,
বনে অন্বেষণে ব্যগ্র কুসুম গোপন ;—
দূরের সঙ্গীতে যেন আন্দোলিত মন !

১২৫

কবে সে তৃতীয়-নেত্র ফুটিবে আমার !
দেখিব সকল ধরা এক পরিবার !
হেরি নর-মুখ হর্ষে ফুলিবে অন্তর !

আত্ম পর বিবেচনা,—
ক্ষুদ্রাশয় বিচারণা,
পাশরিব অভিমান ঘৃণা লাজ ডর !
হবে হৃদি বিমল শারদ সরোবর !

১২৬

সে পরশ-মণি আমি পাইব কোথায় !
লৌহ হৃদি স্বর্ণ হবে পরশিয়া যায় !
সে নিগূঢ় মন্ত্র আমি পাইব কেমনে !
পরে খায়, পরে পরে,
আমি বসি নিজ ঘরে,
আকর্ষিব রস তার অতি সংগোপনে ;-
পর নামে মম যশ গাবে দশ জনে !

১২৭

প্রাণের পরম অংশ হে প্রেম-নিবাস
প্রণয়িনী প্রিয়া, মম পূর্ণ কর আশ ;—
প্রেমের পরম রীতি দেখাও যতনে ;—
পর-সুখ-দুখ যাহা,
কিসে নিজ হয় তাহা ;
নিজ প্রাণ পর প্রাণে মিলায় কেমনে ;—
কেমনে অভিন্ন একে হয় অন্য জনে !

১২৮

হে প্রেম অদ্বৈত-জ্ঞান-নলিন-তপন !
পতিত-মানব-কুল-তারণ পাবন !
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আয়ত্ত তোমার ;
কাঞ্চন শৃঙ্খল তুমি,
বিপুল এ বিশ্ব ভূমি
এক প্রান্তে আছে বাঁধা প্রলম্বিত যার,—
অপরান্ত কীলে—পদ-প্রান্তে বিধাতার !!

১৩৪

বিধিমতে করি তব প্রেম-সুধা পান,
প্রাণের অশুভ ক্ষুধা সব অবসান !
সুখ নাই ধনে কিংবা লোকের পীড়নে,
বিদ্যায় না সুখ তত,
শাস্ত্রে পড়িয়াছি যত
নিশ্চিত বুঝেছি সব তোমার মিলনে—
সুখ লাভ হয় সুধু সুখ বিতরণে !

১৩৫

প্রেম-ভোগে-পরিতৃপ্ত-সুশীতল-মন
নিজানন্দ দিতে পরে ব্যাকুল এখন !
সকলে বিরক্তি বাসে ক্ষুধিত যে জন ;—

মিটেছে বুভুক্ষা যার,
প্রফুল্ল আনন তার,
পরক্ষুধা মিটাইতে সে পারে তখন ;—
নিঃস্ব নিকেতনে কোথা ধন বিতরণ !

১৩৯

যা আমি ছিলাম পূর্ব্বে যা আমি এখন
অন্তরে ভাবিয়া বাসি একাকী দুজন !
শত ধন্যবাদ ইথে দেই বিধাতায় !
সব শুভদাতা তিনি ;
তার পরে প্রণয়িনী,
সকৃতজ্ঞে করি শত-চুম্বন তোমায় !—
সাক্ষাৎ কারণ তুমি শোধিতে আমায় !

১৪০

সম্পদে কি সুখবাসে একাকী যে জন !
হৃদে হৃদে প্রতিঘাতে উল্লাসে যেমন !
একমাত্র হৃদে সুখ না হয় তেমন !—
বিপদ যামিনী-যোগে,
অসহায়ে তম-ভোগে,
কি যাতনা জানে তাহা একাকী যে জন !
কে সঙ্গিনী সুখে দুখে প্রেয়সী যেমন !

১৪১

প্রখর নিদাঘ-তাপে তপ্ত কলেবর,
নিদ্রা-শূন্য শয্যাপরে বিলুণ্ঠিত নর,
কি করিবে হেন গ্রীষ্মে, প্রিয়া নারী যার !
চন্দনের জল দিয়া,
ফুলপাখা রসাইয়া,
শয্যা-প্রান্তে বসিয়া বীজন অনিবার !—
নির্ব্বিঘ্নে নিবসে নিদ্রা নেত্রে আসি তার !

১৬১

কত গুণ প্রিয়া তব করিব বর্ণন,
সব কাল সুখদা ভোগের নিকেতন !—
গ্রীষ্মের বিজন তুমি, বর্ষা আবরণ,
তুমি শশী শরতের,
তুমি রবি শিশিরের,
তুমি বহ্নি হেমন্তের,—শীতের ভঞ্জন,
বসন্তের বর্ম্ম,—ফুলশর নিবারণ।

১৬২

দিবা-নিশা-মান তব সমান যতন,
অগ্রে জাগরিতা, সর্ব্ব পশ্চাৎ শয়ন ;
অবিরত কার্য্যে রত ক্রীত দাসী প্রায়,

নিজ সুখে নাহি মন,
অনলস অনুক্ষণ
নানা মতে শুধু মম তুষ্টি সাধনায় ;
প্রকাশিব প্রেম কত লিখিয়া কথায় !

১৬৩

এ সংসারে আশা-ভঙ্গ, অরির পীড়ন,
খলের খলতা, নাহি ভোগে কোন্ জন !—
সব দুখ ভুলি দেখে বদন তোমার !
বাঁচে মরে মম তরে,
আছে হেন ধরা পরে,
এ হতে কি আছে আর ক্ষোভ-প্রতিকার !
আছে হৃদি নির্ভরিতে হৃদয় আমার !

১৬৪

যখন যখন ঘটে স্বাস্থ্যের পতন,
প্রিয়া তব প্রেম কত বুঝেছি তখন !
অনলসে অনশনে রাত্রি জাগরণ ;
ব্যথায় ব্যথিত তুমি,
হেন নাহি ধরে ভূমি ;
শুশ্রূষায় করে অর্দ্ধ আময় হরণ ;—
না পারে সংসারে হেন আর কোন জন !

১৬৫

বালক-ভর্ত্তার তুমি খেলার সঙ্গিনী,
যুবার সর্ব্বস্ব তুমি অনঙ্গ-তোষিণী,
বৃদ্ধ জনে ভাব তব দ্বিতীয় মাতার ;-
বৃদ্ধকালে নারী-হীন,
তার সম নাই দীন,
শত সুতবান্ যদি তবু দুখ তার,
নয় তুষ্টি মত নিদ্রা শয়ন আহার !

১৬৬

হেন মতে যে কালে যে কিছু প্রাণে চায়,
পাই পূর্ণ পরিমাণে প্রেয়সী তোমায় ;—
সেবায় কিঙ্করী তুমি, জননী ভোজনে,
বিপদে ভ্রাতার প্রায়,
বন্ধু হেন মন্ত্রণায়,
গণিকা গণিতা তুমি সুখদ শয়নে,
বন্দনায় বন্দী তুমি গুণের বর্ণনে !

১৭৩

প্রেমে পূর্ব্ব-রাগ পরে মিলন সঞ্চার,
মিথুন-মিলন বাহ্যে অনুক্রিয়া তার ;
দেহ মিলে কি সুখ, না মিলে যদি মন !

দেহে কি তেমন পারে
পরস্পর মিলিবারে !
কাষ্ঠে কাষ্ঠ হেন দেহে দেহের মিলন,
মনে মনে—দীপশিখা-যুগল-যোজন !

১৭৬

প্রেমে পূর্ব্ব-রাগ পরে প্রথম মিলন,—
অটনের ক্লান্তি অন্তে সুষুপ্তি যেমন।
না থাকে আশঙ্কা ক্ষোভ কামনা তখন ;
আত্মা পূর্ণ ভাব ভরে,
আত্মায় বিহার করে !
জাগিয়া হৃদয়ে পাই করি অন্বেষণ
শুধু এক মোহময় সুখের স্মরণ !

১৭৮

পূর্ব্ব-রাগ মিলন এ দুই ভাব পরে,
উদিত বিরহ ভাব প্রেমীর অন্তরে ;
হে প্রেমী, বিরহ নামে করো না বিদ্বেষ !
সুখ ভোগে যোগ্য সেই,
দুখে নয় দুখী যেই,
সুপাত্রের আছে এই পরম বিশেষ ;
সে প্রেমী যে ভুঞ্জে প্রেম আদি মধ্য শেষ !

১৮১

প্রেমে দুখ নাহি হেন প্রবাস যেমন,—
হৃদয়-কমলে যেন তুষার পতন!
যার সনে মিলনে ব্যাঘাত বাসি হায়,—
জনপদ নদ বন,
প্রবীণ পর্ব্বতগণ,
কেমনে সহিতে পারি ব্যবধান তার!
এ হতে যাতনা প্রাণে কিসে হয় আর!

১৮২

এক আকাশের তলে জীবিত দুজন,
এক রবি শশী দোঁহে করি দরশন,
পরস্পর দুজনে না দেখি দুই জন;
যে দিকে নিবসে প্রিয়া,
আসে বায়ু তথা দিয়া,
সে দিকে অনা'সে উড়ে যায় পাখিগণ,—
আমি চেয়ে দেখি বৃথা করি আকিঞ্চন!

১৮৫

প্রবাসে যে না গিয়াছে ছাড়িয়া প্রিয়ারে,
কত ভাল বাসে তা কি সে জানিতে পারে!
প্রবাস, পরম কষ্টি প্রেম-পরীক্ষায়!

যে জন প্রবাসে গিয়া
ভুলে থাকে পর নিয়া,—
সে কপট, প্রেম তার কেবল কথায় !
প্রবাস, আহুতি সত্য প্রেমের শিখায় !

১৮৯

হৃদে হৃদে পরস্পরে হেরিতে হেরিতে,
দুজনে মরিতে পারে হাসিতে হাসিতে ;
একে মরে অন্যে রয় সে হয় কেমন,—
শার্দ্দূল অর্দ্ধেক কায়
দশনে চর্ব্বিয়া খায়,
অপরার্দ্ধে বয় যথা বেদন চেতন !
পূর্ণ-মৃত্যু হ'তে হেয় অপূর্ণ-জীবন !

২১১

চাই না সে স্বর্গ, যথা না পাই তোমায় !
ভুলে কি আমার মন অমর-বালায় !
কোথায় পাইব প্রেম করুণ এমন !
নাই দুখ-লেশ যথা,
করুণা না বসে তথা ;—
বেদনা বিহনে কোথা প্রেম আস্বাদন !
অপ্রেমের ভোগ সে ব্যঞ্জন অলবণ !!

২১২

হে মাত ধরণি! বসি হৃদয়ে তোমার,
সুখে দুখে কিশোরান্ন আহার আমার;
পরলোক পায়সান্ন নাহি চায় প্রাণ;
তব ভাল মন্দ যাহা,
আমায় অভ্যাস তাহা,
পরলোক,—পর-লোক সংশয়-নিদান,
বিশেষ তোমায় মম প্রিয়া বিদ্যমান!

২৪১

কবে হায় ধরা হতে হবে অন্তরিত
সে নিয়ম, কেবল যা বলের স্থাপিত!
ন্যায়-প্রেম-পর কবে হবে নারী নর!
কবে পরস্পর প্রতি
ব্যবহারে হবে মতি,
আপনার প্রতি যথা চায় পরস্পর!
কবে হবে সকলে স্বভাব-পথ-চর!

২৪৭

হে শোভিতা শ্যামলা সফলা বসুমতি
বিদরে হৃদয় ভাবি তোমার দুর্গতি!
বনস্পতি ঔষধি মধুর ফুল ফল;

মধুময়ী স্রোতস্বতী ;
মধুর ঋতুর গতি ;
যত কিছু ধর তুমি মধুর সকল ;
অমঙ্গল মূল মাত্র মানব কেবল !

২৪৮

প্রবঞ্চনা, অনাদর, তাচ্ছিল্য, পীড়ন,
কোপদৃষ্টি, কটু বাক্য, তাড়ন, বন্ধন,
হায় হায় কবে যাবে এ সব তোমার !
ভুজঙ্গে দংশিলে পরে,
হয় ত্বরা প্রাণে মরে,
না হয় ভেষজ-বলে পায় প্রতিকার ;
নরে নর দংশিলে ঔষধ নাই তার !!!

২৪৯

নরের পীড়নে নর কাতর যখন,
পারো কি ধরণী ব্যথা হরিতে তখন !
ফুল্ল-ফুল-সৌরভ বা মধুর মলয়,
যে কিছু মধুর তব,
অতি তিক্ত হয় সব,
কিছুতে শীতল নয় তাপিত হৃদয় !—
চায় মৃত্যু—মৃত্যু তার আজ্ঞাকারী নয় ।

২৫০

হায় হায় বিচিন্তিয়া কম্পিত অন্তর !—
শ্বাপদে শ্বাপদ হেন নরে হানে নর !
নিবিড় নিশীথে আসি দস্যু বধে প্রাণ !
সৈন্যদলে পরস্পরে
রণভূমে মারে মরে !
সংগোপনে ভোজনে শত্রুব বিষ দান !
হা অবনী কে অভাগা তোমার সমান !!

২৫১

এ সকল হয় চিতে যখন স্মরণ,
দুঃস্বপন হেন মানি মানব-জীবন ;
অথবা যামিনী যেন ঘোব ঝটিকার,
সমাধান শীঘ্র যত,
সুমঙ্গল মানি তত ;
হেরি ধরা যেন ধূম-পূরিত আগার,
নই সুস্থ যাবৎ না করি পরিহার !

২৫২

হে প্রেম করুণাপতি আনন্দ-কেতন !
এসো এসো ধরা পরে দেহ দরশন !
তোমা বিনা কে হরিবে যন্ত্রণা ধরার !

বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি যত,
নরে নর দ্বেষী তত,
সভ্যতা প্রসূতি হায় দেখি খলতার !
হৃদে হলাহল, মুখ মধুব আধার !

২৫৩

দয়া দ্বেষ দোঁহে জন্মে নিজ-নিকেতনে,
ক্রমশ সঞ্চরে পরে বাহিরে ভুবনে ;—
স্বজনে যে প্রেমী নয় সে কি হয় পরে ?-
দম্পতি বিরুদ্ধ যথা,
পূর্ণ পরিমাণে তথা,
কখন না হয় স্নেহ সন্ততির পরে !—
কেমনে তা দিব পরে নাই যাহা ঘরে !

২৫৪

অতএব সযতনে নরনারীগণ !
দাম্পত্য-প্রণয় লাভে লুব্ধ কর মন ;
অকপট প্রেম যদি হয় ঘরে ঘরে ,—
শত্রু মিত্র বা উদাসী
প্রতিবাসী ধরাবাসী,
ক্রমে সবে সেই প্রেম সঞ্চারিবে পরে ;-
প্রবাহিত নদী যথা জন্মিযা নির্ঝরে ।

২৫৫

প্রতি গৃহ যদি প্রেম-নিকেতন হয়,
কেন প্রেম তবে না রটিবে ধরাময় ?
কখন নির্দ্দয় নয় প্রেমিকের মন ;—
বহ্নি আর বারি যথা,
প্রেম নিষ্ঠুরতা তথা,
একাধারে নাহি রয় উভয় কখন ;—
প্রেমিকের সব জনে প্রেম আচরণ।

২৫৬

মকরন্দ-পূর্ণ অরবিন্দ সুকোমল,
সুকোমল সুরসাল কমলার ফল,
কোমল প্রভাত—তারা অমল তরল,
প্রবালের আভাধারী
কোমলা নবীনা নারী,
আরো সুকোমল তার কপোল যুগল,
এ হতে প্রেমীর প্রাণ অধিক কোমল !

২৫৭

সংসার-কলহ দূরে কর পরিহার,
ছেড়ে দেও প্রলোভন বিষয়-সুরার,
প্রেমিক হও হে প্রিয় বান্ধব আমার,

প্রেমিক হও হে তুমি,
প্রেমময় হবে ভূমি,
নবীন তৃতীয় নেত্র ফুটিবে তোমার,
হেরিবে পৃথিবী পরি-পুরীর প্রকার।

২৫৮

এই রবি শশী তারা, এই স্থল জল,
এই তৃণ তরু লতা, এই ফুল ফল,
এই জীব জন্তু, হবে আত্মীয় তোমার ;—
নয়ন ফিরাবে যথা
নব নব শোভা তথা
প্রতি ক্ষণে নয়নে হেরিবে অনিবার ;—
অকারণে নয়নে ঝরিবে অশ্রুধার।

২৬৩

আত্মার স্বাধীন গতি প্রেম নাম তার ;
সে প্রেম ধরায় মাত্র প্রেয়সী তোমার ;
জননীর গুরু প্রেম স্বভাব-বেদন ;—
কলেবরে ব্যথা যথা,
স্বতঃ কর যায় তথা,
তায় না বলিতে পারি ইচ্ছার মনন।
নেত্র পীড়া ভরে যথা সহজ রোদন।

২৬৪

বাক্যে গুণ বলে তব সাধ্য হেন কার !
যে যা বলে, সেও প্রিয়া, শিখান তোমার ;
কঠোর শাসন তব যতন লালন ;
পরম প্রণয়-দাত্রী
পরম প্রণয়-পাত্রী,
ভব-ভোগ-সুখের ভাণ্ডার বিরচন !
স্বর্গপথ-দর্শী সঙ্গী অগ্রগামী জন।

বিবিধ

সন্ধ্যার প্রদীপ

১

হের দেখ জ্বলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার,
দেব-রূপ দৃশ্য ধরাপরে,
চারি দিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার,
আলো-দ্বীপ আন্ধার-সাগরে।
ললিত লীলায় কায়,
হেলে দুলে বীণা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়,—যেন কোন দেব বিদ্যমান।

২

দূর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আন্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,—
জবা যেন যমুনার নীরে।
আন্ধারের কাল কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্ত মাখা ক্ষত স্থান হেন,
কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ যেন।

৩

জ্বালিযা প্রদীপ, ঝাঁপি বসন অঞ্চলে,
রূপসী প্রবেশে নিজ পুর,
রক্ত আভা মাখা রক্ত বদনমণ্ডলে
রক্ত শিখা সীমন্তে সিন্দুর,
চঞ্চল নয়নে চায়,
প্রদীপ চঞ্চল বায়,
পায় পায় কাঁপে স্তন, শিখা মনোলোভা,—
কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা।

৪

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে,—
নদী পারে প্রদীপ সন্ধ্যার,
প্রিয়া-মুখ-ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশু-সুত বিধবার,

হয়ে গেছে সর্ব্বনাশ,
আছে এক মাত্র আশ,
হেন নর-হৃদয়ের দেখায় আভাস
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল* প্রকাশ

* মঙ্গল গ্রহ

৫

ক্রমে ঘোর হ'য়ে এল সন্ধ্যার অম্বর,
পান্থ অতি ক্লান্ত পর্য্যটনে,
অজানিত দেশ, শুধু চৌদিগে প্রান্তর,
দামিনী চমকে ক্ষণে ক্ষণে ;
হেন কালে হেন স্থলে,
দূরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলে,
পথিকের প্রাণে পুন আশার সঞ্চার ;
সে জানে কি বস্তু তুমি প্রদীপ সন্ধ্যার !

৬

বদনের কাছে বাতি জননী ঢুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায়,
আভায় আভায় মিশে শোভায় শোভায়,
হেরে মাতা স্নেহের নেশায় ;

আগারে বালক মেলা,
ছায়া ধরাধরি খেলা,
হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন,
ছায়া ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন।

———

চিন্তা

১

নৃত্য, গীত, বাদ্যভাণ্ড, প্রমোদ ছাড়িয়া
বসি কোন তটিনীর তটে,
অস্তাচলচূড়াগামী মিহির চাহিয়া
চিন্তার সময় এই বটে ;
বর্ষনদী ভীমবলে, কালের সাগরে চলে,
গুপ্ত কোন ফল্গুর প্রকার,
ধ্যানকর্ণে শ্রুত মাত্র কল নাদ যার।

২

আছে শিল্পী হেন কি রোধিতে গতি তার
পারে কোন সেতু বিরচিয়া ?
আছে হেন নয় চিত বিচলিত যার
হেন তার গতি বিচারিয়া ?

অদৃশ্য সে নদী ধায়, স্রোতে তার ভেসে যায়,
দৃশ্য যত আছে সংসারের,
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আরো মতি মানবের !

৩

তথাচ এ ভাব মনে স্থান নাহি পায়—
ধন, জন, যৌবন, জীবন,
সে নদীর তৃণ কাষ্ঠ বুদ্‌বুদের প্রায়,
"মম" শব্দে বুঝায় মিলন ;
যে স্রোতে মিলায় আনি, সেই পুন লয় টানি,
সম্পদ জীবন আগে ধায়,
কভু বা সম্পদে ফেলে জীবন পালায়।

৪

অনাদি অনন্ত সিন্ধু অগাধ অপার,
(মোহকর মাদক চিন্তার)
ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বিশাল গর্ভে যার
ভুবননিকর দ্বীপাকার ;
চাহিয়া তোমার প্রতি, হেরিয়া তোমার গতি,
হে কাল ! হৃদয়ে যাহা রটে,
ধায় সে আকাশে না ধরায় ধরা ঘটে।

৫

কি মোহন প্রলোভন না পারি রোধিতে,
আকণ্ঠ করিব ধ্যান পান,
নাহি পারি চিরন্তন অভ্যাস ভুলিতে,
জানি তায় হারাইব জ্ঞান ;
ঘোর মোহে অচেতন, নিমীলিয়া দু নয়ন,
পরীক্ষায় জানি কত বারে,
আঁধার হেরিব মাত্র রবি শশী পারে।

মিলায়ে সারিঙ্গী স্বরে

মিলায়ে সারিঙ্গী স্বরে তুলে উচ্চ তান
গাও কবি প্রমত্ত অন্তরে ;—
নরস্থতগণ শুন গৌরবের গান
পিও আসি পীযূষসাগরে।
নাহি শক্তি কল্পনার,
রম্য-মিথ্যা রচিবার,
আমার লক্ষিত সত্য সম ;
তবু দূরে ঢাকা আছে ভাবী কাল তম

দেখিতেছি কি সুন্দর নবীন সংসার,
চিনি যেন তবু এই সেই,
দুখভরা পৃথিবী পুলক এত তার,
অশ্রুজল প্লাবিত কি এই!

নৃত্য গীত সুমঙ্গল,
কুতূহল কোলাহল,
কখন সংশয় বাসে মন,
হ'ল কিরে শ্মশানে উৎসব নিকেতন !

হয়নি পার্থিব কায় স্বর্ণে পরিণত,
বাড়ে নাই অবয়ব আর ;
পৃথ্বি ! তব আছে বটে সব পূর্ব্বমত,
নাই কেন সে দুঃখ তোমার ;—
নরসুতগণে ল'য়ে,
সদা পরাধীনী হ'য়ে,
কেঁদে কাল করিতে যাপন,
ফিরে গেছে ভিখারিণী কপাল এমন !

মাদকমঙ্গল

[বিগ্রহের উক্তি]

কুপ্ত কেশরীর প্রায়, গর্জ্জিয়া সভায়
উঠিয়া বিগ্রহ কহে—
"হেথা আমি বিদ্যমানে, আপনা বাখানে
এ গ্লানি না প্রাণে সহে ।

* * *

ছিল নর শূন্য কর, অসি, ধনুঃ, শর
মম উপদেশে ধরে ;
তায় নিধন সাধন না দেখে তেমন
কামান স্বজেছি পরে।
যার অনল জৃম্ভণে ভৈরব গর্জ্জনে
গর্ব্ব খর্ব্ব অশনির ;
হয় সাগর সহিত বসুধা কম্পিত
খসে পড়ে গিরিশির।
কোথা শাণিত কৃপাণ ! বিশাল কামান !
কোথা তাপ, জ্বালা, জ্বর !
দেখ বিচারিয়া মনে ত্বরিত হননে
কে অধিক বলধর ?
হ'লে সুচিকিৎসা যোগ খর্ব্ব হয় রোগ
অন্যথা না হয় তার,
যথা আমার গমন, অবশ্য নিধন
নাই কোন প্রতিকার।
মরে দুষ্ট আচরণে, তালের পতনে
ব্যাধি তায় কাক প্রায়,
বল কেটে শব-শির কেবা হয় বীর,
কে গৌরব পায় তায় ?
যুবা নিয়মে থাকিতে পারে কি ব্যাধিতে
প্রকাশিতে নিজ বল ?
দেখ আমি হত করি,— ক্ষীণে পরিহরি
সতেজ সবল দল।

করে প্রজার রক্ষণ নরপতিগণ
আমি আজ্ঞা করি যারে,
করে নানা অস্ত্র দিয়া, রণভূমে নিয়া
সে নিজ প্রজারে মারে।
হেন যে রাজারা করে, হয় মম বরে
শ্রেষ্ঠ তারা ধরাধাম ;
যথা সেকেন্দর বীর তৈমুর নাদীর
আছে হেন কত নাম।
দেখ গ্রন্থ ইতিহাস মহিমা প্রকাশ
কেবল আমার তায়,
পাবে দেখিতে কেমনে বিনা প্রয়োজনে
রণে নর নাশ পায়।
যবে অন্য বৈরী নাই, আমি যদি চাই
ভেদ সাধি গৃহদলে ;
সাধি পিতার বিনাশ পুত্রের উল্লাস—
সোদরে, সোদর দলে।
যত ধর্ম্মমত আছে, "অহিংসার কাছে
ধর্ম্ম নাই"—সবে বলে ;
দেখ কৌশল আমার, করেছি সংহার
সে ধর্ম্ম রণের ছলে।

* * *

দুর্ভিক্ষ

নর হলো পশুর অধম
অনায়াসে গ্রাসে তুলি নদীর কর্দ্দম
দেখে তায় বাঁচে না জীবন
ভক্ষ্য আশে বাস ছাড়ি পলায় তখন
হের তথা নিশি অবসানে
জনশূন্য ঘর, ছিল নগর যেখানে
রক্ত আঁখি জীর্ণ কলেবর
শুষ্ক সরঃ খাল সম বিশাল উদর
চলে কুপ্ত রাক্ষসের প্রায়
আহারে দেখিলে তার গ্রাস কাড়ি খায়
রবি শশী দেখেনি বদন
নগ্নকায় ধায় হেন কুলবতীগণ
নর জাতি করে অভিমান
দয়াবান্ নাহি জীবে তাহার সমান
সে গর্ব্ব করেছি আমি ক্ষয়
পুত্রমুখগত গ্রাস মাতা কাড়ি লয়
কেহ হয়ে ক্ষুধায় বিকল
শিশু সুতে বধিল আছাড়ি ধরাতল
কেহ অতি হতাশার ভরে
অপত্যে নদীতে ফেলি ঝাঁপ দিল পরে
কেহ মুষ্টি তণ্ডুলের দায়
বিক্রয় করিল স্বীয় প্রেয়সী জায়ায়

সুকুমারী দ্বিজের কুমারী
আহার কারণ হলো যবনের নারী
দাস দাসী সেবিত তখন
দাসী হয়ে তারা পদ সেবিছে এখন
প্রাণ মান লজ্জাশীল কুল
এ সব সহিত নরে করেছি নির্ম্মূল
শবরাশি শিখরের প্রায়
মাংস বসা রস ঝরে শৃগালে না খায়
দেশময় দুর্গন্ধে পূরিল
কে কাহার তত্ত্ব করে কে কোথা মরিল

*　　*　　*

মাদকতা

ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটী, ঘূর্ণিত অলসে ;
উঠিতে কটির বাস খসে,
পদ্মদলগত জল, কলেবর, ঢল ঢল,
এলো চুল ভূতল পরশে,
সভায় কামিনী হেন উঠিল সরসে ।

———

মৃদু হাসে গদ গদ ভাষে বামা কয়
জান না আমার পরিচয়

পাপের কুমতি নারী, আমি গো দুহিতা তারি
কুসঙ্গ আমার পতি হয়,
মাদকতা নাম মম পূজা লোকময়।

দিবা নিশি থাকি আমি মুদিত নয়নে
তাই মম অনুচরগণে,
জানে না, আমার মান নিজ নিজ গুণ গান
করে সবে আপন বদনে
ব্যাধি বাত্যা বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ চারি জনে।

ফুলরা

রূপ

১৯

মুদ্রা করে লয়ে কোথা জন্মে কোন জন
কৌলীন্যের চিহ্ন থাকে কার?
বিধাতার কর কে না করে দরশন
অঙ্গে তার, রূপ আছে যার

২০

নাই যার সেই বলে রূপ কিছু নয়
এল গেল ক্ষণিক প্লাবন
চির নব যদিও না চির দিন রয়
তথাপি সে রূপ পুরাতন

২১

যত্নে চায় অসিত পক্ষের শশধরে
যত্নে চায় গ্রীষ্ম সরোবরে
ব্যয়ে ক্ষয় দেখে ধন যত্নে চায় নরে
প্রিয় আরো প্রিয় হ্রাস ভরে

২২

প্রকৃতির বিস্তৃত বিনোদ আবরণ
বিশ্বপটে স্নেহের মার্জ্জন
রূপ তুমি প্রণয়ের অঙ্গজ নন্দন
কর যত্নে পিতার পালন

২৩

যে যারে সাজায় তারে প্রেম থাকে তার
সামান্য এ কথা বুঝিবার
অঙ্গে রূপ ভালবাসা দান বিধাতার
ভালবাস অঙ্গে রূপ যার

২৩

রূপবেদী পরে প্রেম উপহার দিয়া
উপাসিব পুলকে ধাতার
পাষাণ কাষ্ঠের বেদী কি কাজ রচিয়া
কি কাজ বা পট প্রতিমায় ?

কাল

১

কিছুই ছিল না, ছিল তব অবস্থান,
রবে, কিছু রহিবে না আর ;
তুমি কাল বলবান্
কোন্ অসাধ্য, অসাধ্য তোমার ?

২

অশনি পতনে প্রাণ পায় যেই জন,
ক্ষুধাঘাতে ক্ষয় কর তারে ;
সিন্ধুতলমগ্ন জনে বাঁচাও জীবন
সন্তরিতে. বধ নিয়া পাবে।

৩

রবি শশী কাটি দুটি ঘুরাইয়া করে
কি কৌতুক কর প্রদর্শন।
সোনা রূপা কর ধূলা পরশের ভরে
ইন্দ্রজালী কে আর এমন ?

৪

কর্ম্মসূত্রে মানবপুত্তলি বাঁধি তায়,
কত নাট্য হয় অভিনীত !
তুমি আছ নেপথ্যে যে জানিতে না পায়
সে ভাবে পুত্তলি প্রিয়ান্বিত।

৫

হাসাইলে হাসে, কাঁদে, কাঁদাও যখন,
উঠে, পড়ে, চাতুরীতে তব।
সাজে সাজে রাজা প্রজা বীর ধীরগণ
সাজ বিনে সমতুল সব।

৬

বিলোল লহরী ছিল সাগর যথায়,
এবে যেন লহরী স্তম্ভিত;
ক্রমে সোপানিত তথা হিমালয় কায়,
তিমিরাজ্যে দন্তী বিরাজিত।

৭

গলাও ভূধর, সিন্ধু জমাও গিরিতে,
ব্যাঘ্র চরে পূর্ব্বের নদীতে।
সব পার কাল, তুমি পার কি মুছিতে
প্রেমস্মৃতি প্রেমীর হৃদিতে?

স্বপ্ন

২৪

স্বপন অলীক, খ্যাতি অলীক তোমার
আছে তব পৃথক্ সংসার,
নাহি সেই, হবে ছায়া, তাহা কি ইহার?
অথবা এ ছায়া বুঝি তার?

২৫

নয়ন খুলিলে টুটে সংসার তোমার,
সে যদি অলীক সে কারণ,
কিসে সত্য জাগ্রত স্বপ্নের সংসার
নাহি থাকে মুদিলে নয়ন !

২৬

কি বিচিত্র মালা গাঁথ সূত্রে কল্পনার,
মূলাফুলে মালতী মিলিত ;
আছে ফুল জানা শুনা, আছে নামে যার,
আছে জানা, কভু পরীক্ষিত।

২৭

দেহ ভিন্ন আছে অন্য জীব নাম তার
বিনা দেহে সুখ দুখ পায়,
স্বপন ! যে চিন্তিয়াছে রহস্য তোমার
তার না সংশয় রয় তায় ;

২৮

দেখিয়াছি স্বপ্ন থেকে জরায়ুশয়নে,
দেখিতেছি, সংসার স্বপন,
দেখাবে স্বপন পুন যামিনীমরণে
কবে তবে লভিবে চেতন ?

২৯

অজ্ঞান আঁধার রাত্রে শরীর শয্যায়
থেকে জায়া মায়া আলিঙ্গনে,
বিবেক নয়ন মুদে মোহের নিদ্রায়
ভবস্বপ্নে আছি অচেতনে ;

৩০

হায় যে জেনেছে, সে কি জাগাবে আমায় ?
দেখিব কি জ্ঞানারুণোদয়,
শুনিব শ্রুতিতে পাখী তত্ত্বমসি গায়,
পাব শান্তি মধুর মলয় ?

৩১

ভবস্বপ্ন হতে স্বপ্ন, তোমার স্বপন
ভাল মানি বিচারিযা মনে,
ভবস্বপ্নে মিলে না যা করি প্রাণপণ,
তোমায় তা পাই অচেতনে ,

৩২

পোতে শুয়ে নাবিক নিবাস নিজ পায়,
প্রবাসী প্রেয়সী হৃদে ধরে,
লোকান্তর হতে পুত্র নিদ্রিতা মাতায়
ডাকে আসি পরিচিত স্বরে ,

৩৩

রাজাত্মজ আত্মদোষে কামনা কান্তার
প্রাপ্ত দৈন্য নরত্ব এখন ;
অপূর্ণ সংসারে না বিলাস মিটে তার,
স্বপ্ন, পূর্ব্ব সম্পদ স্মরণ ।

সুরমা

বিধুবিলাসিতা সিতা বাসন্তী যামিনী ।
রজত পারদ নিভ ধবলা মেদিনী ॥
প্রাসাদ মন্দির শির সরসীর নীর ।
জ্বলে ছটা সকলে সে শশীর হাসির ॥
নবীন বিপিন মন্দ আন্দোলিত বায় ।
নিদ্রাভুলে পুলকে কোকিল কুহু গায় ॥
বিষয় কলহ দিবা কোলাহললীন ।
সুখদা শান্তির কোলে সংসার আসীন ॥
হিমশৈলে শির দিয়া নিতম্ব সাগরে ।
তীর উপাধান মাঝে খাদশয্যা পরে ॥
অঙ্গ মেলি গঙ্গা যেন প্রশান্ত নিদ্রায় ।
তরঙ্গ উল্লাস শ্বাস সঞ্চরণ প্রায় ॥
কূলে তার শোভে এক সুন্দর ভবন ।
স্তম্ভরাশি সুচারু বিচিত্র বাতায়ন ॥
নিশীথে নিদ্রিত সব পুরবাসিগণে ।
একাকিনী বালা এক বসি বাতায়নে ॥

কি চারু বদনরুচি গবাক্ষে বিকাসি।
সপুলকে কপোল পরশে হের শশি॥
ভবনের তলে বালা চাহি ক্ষীণ স্বরে।
কহে কথা ফুলমুখে মধু যথা ঝরে॥
তোমার সোনার কায় ক্রমে হলো কালি।
অভাগিনী আমি মাতা পিতা দেয় গালি॥
প্রহরী সমান সবে ঘোরে পায় পায়।
বারেক দেখিতে নাথ দেয় না তোমায়॥
পিতা কাটিবারে চায় মাতা বিষ দিতে।
কিসে এত দোষী আমি কি দোষ দেখিতে।
কত শত জনে দেখি দোষ নাই তায়।
কেবল কি পাপ নাথ দেখিতে তোমায়॥
দেখিতে যা চাই যদি দেখিতে বারণ।
বিধাতা দিলেন তবে কেন বা নয়ন॥
বিশেষ না জানি কিন্তু হেন লয় মন।
মনোমত ভালবাসে সবে প্রিয় জন॥
মাতা ভালবাসে পিতা ভগ্নী ভগ্নীপতি।
আমি ভালবাসি তায় দোষী হই অতি॥
ভালবেসে সুখে যারা সময় কাটায়।
আমি ভালবাসি তারা বাদী হয় তায়॥
মন নিবারিতে তারা বলে কি কারণে।
সেই ভাল নয় কি যা ভাল লাগে মনে॥
ভুজঙ্গ নিকটে কেহ না চায় যাইতে।
কে না চায় শুক পাখী হৃদয়ে ধরিতে॥

কোকিলের ভাল স্বর ভাল লাগে কানে।
বজ্রডাক ভাল নয় ভয় হয় প্রাণে ॥
তবে সবে বলে কেন ভুলিতে তোমায়।
চেষ্টা করে ভাবি কি যে ভুলিব চেষ্টায় ॥
কে করেছে অনুরোধ ভালবাসিবারে।
অনুরোধ তবে কেন করে ভুলিবারে ॥
আঁখি কি নিমেষ ছাড়ে লোকের কথায়।
কেহ যাহা না শিখালে কে ভুলাবে তায় ॥
নিশ্বাস সঞ্চারে প্রাণে আপনি যেমন।
প্রেম কি প্রাণের নয় স্বভাব তেমন ॥
শ্বাস রোধ হয়ে যদি প্রাণ মারা যায়।
প্রেম রোধে বাঁচিবে কি সম্ভাবনা তায় ॥
কতই যাতনা নাথ জানাব তোমায়।
আঘাত হয়েছে মম আভরণ প্রায় ॥
দৈবে শ্বাস যদি ছাড়ি তোমায় ভাবিতে।
ত্রুটি না করেন মাতা প্রহার করিতে ॥
অন্য মনে চলে যেতে পড়ি ধরাতলে।
ভগ্নী ক্রোধে অগ্নি সম মর মর বলে ॥
যেমন ছিলাম পূর্ব্বে নয়নপুত্তলি।
তেমনি হয়েছি নাথ নয়নের ধূলি ॥
বিষ দিবে কাটিবে না ভয় করি তার।
কিন্তু নাথ এখানে এসো না তুমি আর ॥
কে কবে দেখিবে কোথা বিপদ ঘটিবে।
আমা হতে প্রতিকার কিছু না হইবে ॥

আমি যত কান্দিব হাসিবে তারা তায়।
এসো না এখানে আর ধরি তব পায় ॥
আর কি উপায় আছে কি করিব হায়।
বিরলে বসিয়া ভেবে দেখিব তোমায় ॥
না দেখিয়া মরি যদি ক্ষতি নাহি তায়।
আমার শপথ নাথ এসো না হেথায় ॥
যাবৎ এ দেহে প্রাণ রহিবে আমার।
দূরে বা নিকটে আমি কিঙ্করী তোমার ॥
যে ভাবে যেখানে হয় যে দিন মরিতে।
মরিব তোমার ছবি দেখিতে দেখিতে ॥
ভাগ্যবতী, যেই হয় পুণ্যের আধার।
সে বিনা কে হতে পারে সঙ্গিনী তোমার
আমি অভাগিনী বৃথা আশা করি তায়।
বিবাহকালে কি নাথ ভাবিবে আমায় ॥
কম্পিত শোকের স্বরে বিলীন বচন।
প্রাণে ক্ষোভ দিয়া মগ্ন বীণার বাদন ॥
দর দর নয়ন কপোল পরে ঝরে।
ঢল ঢল জলে তথা শশিকরভরে ॥
আলয়ের তল হতে প্রাণ প্রিয় তার।
উত্তর করিলা প্রাণপ্রতিমা আমার ॥
এত জ্বালা পেলে দয়া ক'রে অভাগায়।
শমন স্মরণ, তবু ক'র না আমায় ॥
ও নীল নলিন নেত্রে ঝরে অশ্রুধার।
হা ধাতা সংসার কেন না হয় সংহার ॥

কোন দোষ নাই তব পিতার মাতার।
কে না শত্রু প্রেয়সি বিধাতা শত্রু যার॥
এত দিন ছিলে তুমি নয়নপুত্তলি।
হয়েছ আমার তরে নয়নের ধূলি॥
ভাগ্যবলে হলে ধনী প্রণয়ী তোমার।
আগে আহ্লাদিনী হতে পিতার মাতার॥
ধনজনহীন আমি কেমনে তোমায়।
কোন্ প্রাণে বল তারা সঁপিবে আমায়॥
পিতা মাতা কোন্ কালে শত্রু হয় কার।
জে'ন স্থির আমি শত্রু প্রেয়সি তোমার॥
শুক পাখী হৃদয়ে ধরিতে সবে চায়।
ভুজঙ্গ ধরিতে মানা কে না করে কায়॥
দিবা নিশি ভাবি আমি কম্পিত অন্তরে।
কি জানি কি করে কবে কুল মান ভরে॥
অতএব রেখ প্রিয়ে মিনতি আমার।
নিশায় গবাক্ষে তুমি এসো না কো আর॥
প্রতি দিন আমি হেথা এমনি আসিব।
থাক বা না থাক আমি দেখিতে পাইব॥
আমার কি ভয় ধনি! কথা হাসিবার।
শমনে না ডরে সে ডরিবে কারে আর॥
অসি যদি হানে কণ্ঠে আত্মীয় তোমার।
পুলকে লোটাব শির চরণে তাহার॥
হায় রে প্রাণের কথা কিসে বুঝাইব।
মাংসময়ী নারী ছি ছি বিবাহ করিব॥

প্রেমব্রতধারী, নারী কি কাজ আমার।
উপাসক সুরমা সুষমা প্রতিমার॥
লোকালয় পরিহরি যাব সেইখানে।
নাই বিঘ্ন অপ্রেমীর কলহ যেখানে॥
বিজন বিপিনে বসি বীণা তার ভরে।
গাইব সুরমা গীত সুললিত স্বরে॥
প্রতিধ্বনি সে তান করিবে তরঙ্গিত।
সুরমা সুরমা রমা কাননে নাদিত॥
সুরমা সুরমা রমা স্বর ক্রমে ক্ষীণ।
ধীরে ধীরে ভূধরে বিরামে হবে লীন॥
শাখিপরে পাখী বসে শুনিয়া শিখিবে।
মৃত্যুকালে ভুলিলে স্মরিয়া তারা দিবে॥
যাপিব জীবন এ সুখের তপস্যায়।
সুরালয়ে যাইয়া দেখিব সুরমায়॥
ব্রহ্মচারী বিনোদ প্রেমের ব্রতধারী।
বিবাহ করিবে সে কি মাংসময়ী নারী॥
শত্রুতায় কি হইবে তোমার পিতার।
হৃদে মম সুরমা তিনি কি পিতা তার॥
অনুক্ষণ মনে তার আস্বাদন পায়।
আঁখি চায় তাই প্রিয়া দেখাই তোমায়॥
নিরাকারে নিরাকারে সদাই বিহার।
মনোরমা সাকার প্রতিমা তুমি তার॥
অনীলে অনিলে মিলে কিরণে কিরণে।
কে নিবারে কি ভাব বুঝিবে কোন জনে

সৌরভ পরশি নানা তোষে কথা মন।
কান্তকথা পানে তুষ্ট কামিনী তেমন॥
বিলোল লোচন আর ঝরে না ধারায়।
দিবার সন্তাপ সব জুড়াল নিশায়॥
উত্তরিল প্রিয় হে প্রণয় প্রাণধন।
তুমি বনে গেলে যে সংসার হবে বন॥
হৃদয়ের কথা না হইতে সমাধান।
গরজিল স্বর এক অশনি সমান॥
কলঙ্কিনী তোর হৃদয়ে নাই ভয়।
জন্মমাত্র কেন না গেলি রে যমালয়॥
দিন রেতে চোখে কি রে ঘুম নাই তোর।
কোথা কে পাষণ্ড বেটা যাদুকর চোর॥
এখনি কাটিব মাথা বলে কোপে জ্বলে।
কর প্রহারিল কন্যা-কপোলকমলে॥
কেশে আকর্ষিয়ে বলে লয়ে চলে যায়।
পদে পদে বিজড়িত অঞ্চল জড়ায়॥
পদে পদে প্রহারে তথাপি বলে তায়।
শপথ আমার নাথ থেকো না হেথায়॥
পদে পদে হেন মতে বলিয়া চলিল।
ক্ষীণ স্বর ক্ষীণতর বিলীন হইল॥
নিকেতন তলে তার ছিল প্রিয় জন।
ছিল কি চেতন আর তার সে জীবন॥
হৃদি ভেদি দীর্ঘশ্বাস বহিল যখন।
হৃদি কম্পে জানিল সে জীবিত তখন॥

ভাবিয়া চেষ্টায় জ্ঞানে করে অন্বেষণ।
কি দায় ঘটালে ভেঙে প্রণয় স্বপন ॥
ঘুরে ঘুরে উর্দ্ধে ধরা উঠিল যেমন।
ধূলি হয়ে উড়ে কেন গেল না তখন ॥
স্মৃতি সাপে হৃদে কি কাটিত তবে আর।
প্রহার সহিল অঙ্গে সুরমা আমার ॥
কে জানো কে আছো হেথা বল রে নিশ্চয়।
রয় কি নরের চিত্ত দেহ হলে লয় ॥
মরি তবে হৃদে ধ্যানে ধরি সুরমায়।
পারি না সে সুখস্মৃতি লোপের শঙ্কায় ॥
প্রণয়ীর হৃদে হেন শোকের বিকার।
কার সাধ্য বাক্যে দিবে পরিচয় তার ॥
জুড়াত শুনিতে পেলে কথা সুরমার।
হা শশি তুমিই হলে রাহুর আহার ॥
হা প্রেম অভাগ্য চিরসঙ্গী কি তোমার।
যথা তুমি তথা দেখি অত্যাচার তার ॥
প্রেমের বিধান সদা মনে এই জাগে।
ভালবাসা প্রিয় ফুল কীটে কাটে আগে ॥
নিশি শশী ম্লান এবে চলে অস্তাচলে।
ম্লানানলে বিরহ বিধুর বাসে চলে ॥

বিশাল গঙ্গার কায়া, তায় সন্ধ্যা রবি ছায়া
তরুণ তরঙ্গ ক্ষণে তায়
স্তন পানে সুখ ভরে, হেসে মাতা হৃদি পরে
শিশু যেন মস্তক উঠায়

বহে সুমধুর বায়, আন্দোলিত পতাকায়
নদীপরে তরী শোভা পায়
স্বগণে ডাকিয়া রবে, দলে দলে পাখী সবে
পর পারে নীড়ে উড়ে যায়
হেন কালে তরী পরে, বৃদ্ধা এক করে ধরে
তুলিয়া লইল সুরমায়
যোগী যথা যোগাসনে, ভাবিয়া হৃদির ধনে
প্রণয়ী বিনোদ বসি তায়
দোঁহে চায় দুই জনে, বৃদ্ধা ভাবে মনে মনে
তিন জনে অতি কুতূহল
ধীরে ধীরে দাঁড় পড়ে, কপোলে কুন্তল নড়ে
বায়ুভরে অঞ্চল চঞ্চল
রাগে রবি ঢল ঢল, ঢল ঢল নদীজল
ঢল ঢল সুখ সুরমার
প্রেমদ্যুতিভরা আঁখি, খেলিছে খঞ্জন পাখী
সজীব প্রতিমা সুরমার
যে জন না আত্মা মানে, চাহিলে সে আঁখি পানে
রয় না সংশয় তায় তার
যখন যাহারে ফিরে, হৃদয়ের মেঘ চিরে
পিরীতের বিজুলি খেলায়
বিনোদ সে আঁখি চেয়ে, স্বর্গের আভাস পেয়ে
হৃদি সম্বরিতে নারে আর
সুরমা আমার কাছে, স্বপ্ন ইহা হয় পাছে
সত্য কহ প্রেয়সী আমার

কহ রে আশ্বাসবাণী, হৃদয়ে প্রত্যয় মানি
সংশয়ে যে সব সুখ হরে
এই যে প্রাচীনা যিনি, করুণারূপিণী ইনি
মর্ত্ত পরে কৃপা বারি নরে
সুরমা বৃদ্ধায় চায়, বৃদ্ধা আঁখি ঠেরে তায়
বিনোদে চাহিয়া হেসে কয়
যে মেঘে গরজে যত, সে মেঘে না বর্ষে তত
মুখে যত হৃদে তত নয়
মধুর কথার ছলে, অবোধ বালিকাদলে
ভুলায় চতুর যুবাগণ
মধু শেষ হলে তার, নিকটে না যায় আর
পুরুষের ব্যাভার এমন
আমি ত বালিকা নয়, বুঝি ছল সমুদয়
বুঝেছি যে পীরীতি তোমার
সুধু মধু লালসায়, অলি গুণ গুণ গায়
বাসি ফুলে পরশে না আর
অসির আঘাত প্রায়, হৃদয়ে বেদনা পায়
বিনোদ বৃদ্ধায় চাহি কয়
আমার হৃদয়ে যত, বাক্যে যদি ব্যক্ত তত
কেন তবে হৃদে ভাব রয়
কেন তবে দুঃখে জ্বলি, সদাই অপটু কলি
শত ধিক্ দেই রসনায়
তরী নদী মাঝে আসে, দেখিয়া প্রাচীনা ভাষে
প্রেমী তবে বুঝিব তোমায়

এই আমি ফেলি জলে, তোল দেখি কুতূহলে
তোমার এ প্রেয়সীর হার
কণ্ঠহার ফেলে জলে, কণ্ঠহার পড়ে জলে
সুরমা কি কপাল তোমার
অগাধ অসীম জল, দুই রত্ন গেল তল
বুড়ী আহা বলে উচ্চ স্বরে
নিমিষেক সুরমার, ত্রিসংসার অন্ধকার
বাঁচে পুন নিমিষেক মরে
বুঝিল সে বিবরণ, বড় হল প্রিয় জন
হেয় প্রাণে পাছে ফেলে যায়
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িল না, কাঁদিল না ভাবিল না
নিমেষে লভিল বিজ্ঞতায়
প্রাচীনা চাহিয়া তায়, হেসে তুষে বলে হায়
গেল যাদু বালাই তোমার
তোমার জননী যিনি, দেখিব কি ধন তিনি
আমায় দিবে না পুরস্কার ?
তোমার মাসীর ঘরে, মিলাইব পরস্পরে
বলে ছলে আনি দুই জনে
দেশেতে কলঙ্ক রব, মাতা পিতা কাঁদে তব,
সব জ্বালা ঘুচিল এক্ষণে।
তুমি হে সরলা অতি, বুঝ না লোকের মতি
পাগলে কি সঁপিবে তোমায় ?
না যদি পাগল হবে, কে হেন কোথায় তবে
ডুবে মরে লোকের কথায় !

পথে কথা কহিবা না, করিয়াছিলাম মানা
মর্ম্ম তার বুঝিলে এখন।
কি বুঝিবে যাদু ধন, হেন ক্ষিপ্ত কত জন
দেখিয়াছি যৌবনে তখন।
থাক গিয়া মাসী ঘরে, আনিব মাসেক পরে
সুখে বিয়া দিবে বাপ মায়
পাইবে সুন্দর বর, হেসে খেলে কর ঘর
মনে হবে তখন আমায়।
প্রাচীনা এরূপ ভাষে, শুনিয়া সুরমা হাসে
হাসি সে কি জানি না কেমন
না সন্তোষ রোষ তায়, নয় হাসি গরিমায
সুধুমাত্র অধর কুঞ্চন।
তীরে উতরিল তরী, তরুণীর করে ধরি
নাবাইয়া বুড়ী লয়ে যায় ;
মন্দ মন্দ পদ পড়ে, নিতম্ব কুন্তল নড়ে
ছুরী বিঁধে সুরমার পায়।
সুরমা ফিরিয়া চায়, কারে না দেখিতে পায়
তবু যেন পিছনে কে বলে;
এরে কি পিরীতি বলে, আমায় ডুবায়ে জলে
অনায়াসে তুমি গেলে চলে।
মাসী ঘরে উতরিল, মাসী সব জেনেছিল
ধন্য প্রেমবিদ্বেষী সংসার ;
হৃদয়ে ধরিয়া নিল, মুখচন্দ্র প্রচুম্বিল
ছল ছল আঁখি সুরমার।

হাসে ভাষে, পিয়ে খায়, এরূপে মাসেক যায়
গেছে রোগ ভাবে সব জন।
পূর্ণ তরণীর পরে, তরুণীর করে ধরে
তুলে বুড়ী চলে নিকেতন।
পুন সুমধুর বায়, গঙ্গা তরঙ্গিতকায়
পুন সন্ধ্যারাগ ঢল ঢল।
ধীরে পুন দাঁড় পড়ে, কপোলে কুন্তল নড়ে
নড়ে পুন অঞ্চল চঞ্চল।
বিনোদ ঘুমায় যথা, পুন তরী এল তথা
সুরমা কহিল প্রাচীনায়।
এই তো সে স্থান মাসী, তবে আমি দেখে আসি
বলে অঙ্গ ঢালিল গঙ্গায়।
তখনি পশিল তল, ঘুরিল ফেনিল জল,
বুড়ী ভয়ে ধর ধর বলে।
নাবিক ডুবিয়া তায়, কিছু না খুঁজিয়া পায়
প্রেমিক কি রয় রসাতলে।
ভালো রে প্রেমের লীলা, অপ্রেমীরে শিখাইলা
তুমি বালা শিখিলে কোথায় ?
বনে ফুল বিকশিত, গন্ধে পিক আমোদিত
কে তাহারে সৌরভ শিখায়।
সুরমার বাপ মায়, পেয়ে বার্ত্তা প্রাচীনায়
দৈত্যদলে গণিল আপনা।
তনু তরী যাতনার, ছেড়ে ডুবে হল পার
সুচতুর প্রেমী দুই জনা।

অঙ্গ ঢেলে চন্দ্রিকায়, সে গবাক্ষে ভুজনায়
এসে বসে ভাসিবে এখন।
পুরবাসী নিদ্রাভোগে, শুনিবে স্বপন যোগে
কিন্নরের সংগীত কেমন।
নিদ্রাগত জননীরে, সুরমা কহিবে ধীরে
কহিবে মা কর না রোদন।
তোমার অবোধ মেয়ে, দেখ মা বারেক চেয়ে
কত সুখী হয়েছে এখন।
এখন এসেছি যথা, প্রেম নয় পাপ তথা
নাহি ধন মান অহঙ্কার।
সবে ফুল্ল মুখে হাসে, সবে সবে ভালবাসে
নাই মা গো গঞ্জনা প্রহার।
শোকে তাপে পরে পরে, মাতা পিতা মাসী মরে
সে প্রাচীনা লভেছে নিধন।
কেহ তারা নাহি আর, হেন প্রেম ঘটনার
আছে মাত্র স্মৃতির ঘোষণ।
অদ্যাবধি সেই স্থল, ঘুরে ঘুরে ফুলে জল
প্রণয়ীর হৃদির প্রকার।
তরী বেয়ে যারা যায় ফুল চিনি ফেলে তায়
জিজ্ঞাসিলে বলে কর্ণধার।
বিনোদ সুরমা নামে, ছিল প্রেমী এই গ্রামে
ডুবে মল দুজনে হেথায়।
সে হতে এ দহ হয়, প্রেমদহ সবে কয়
পড়িলে উতরে উঠা দায়।